Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত এর ভয়াবহতা ও পরিণাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া আক্তার

রোলঃ 228021659

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত এর ভয়াবহতা ও পরিণাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া আক্তার

রোলঃ 228021659

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গীবত এর ভয়াবহতা ও পরিণাম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিয়া আক্তার, আইডিঃ 228021659 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গীবত এর ভয়াবহতা ও পরিণাম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Sadia Akthar

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সাদিয়া আক্তার

আইডিঃ 228021659

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা......6
গীবত কি ?......7
গীবতের প্রকারভেদ- 10
দুই ধরনের গীবত সবচেয়ে ভয়ংকর- 17
গীবত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত- 18
গীবত সম্পর্কে হাদিস-......19
গীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণসমূহ- 22
গীবতের কুফল- 24
গীবতের ক্ষতি-......26
গীবতের ভয়াবহতা-......31
গীবত মারাত্মক অপরাধ-......33
গীবতের পরিণাম ও ভয়াবহতা-......37
চোগলখোরি- 51
গীবতের ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি-......54
গীবতের বৈধ পন্থা-......56
গীবত পরিহার ইবাদতের চেয়ে উত্তম-......63
গীবত ত্যাগের উপকারিতা- 65
গীবত থেকে বাঁচার উপায়-......67
উপসংহার-......81

ভূমিকা

গীবত একটি ভয়াবহ পাপ। সমাজে যেসব পাপের প্রচলন সবচেয়ে বেশী তন্মধ্যে গীবত অন্যতম। এই পাপটি নীরব ঘাতকের মতো।

বান্দার অজান্তেই এটা তার নেকীর ভান্ডার নিঃশেষ করে দেয় এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে ছাড়ে। এটি চুরি-ডাকাতি, সূদ-ঘুষ, যিনা-ব্যভিচার থেকেও মারাত্মক ও নিকৃষ্ট।

কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হ'ল এই জঘন্য পাপটি মানুষ হরহামেশাই করে থাকে। চায়ের আসর থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়া ও স্বাভাবিক আলাপচারিতায় এটা অনেকের স্বভাবসুলভ আচরণে পরিণত হয়ে গেছে।

আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহর ঘর মসজিদে বসেও অনেকে এই গর্হিত পাপ করতে কুণ্ঠিত হয় না। সমাজের পরিচিত নেককার বান্দাদের মধ্যেও খুব কম মানুষই গীবতের এই নোংরা পাপ থেকে বাঁচতে পারে।

নবী-রাসূল ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষই দোষ-ত্রুটি ও ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু ইসলাম সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করাকে হারাম ঘোষণা করেছে। এমনকি সেই দোষচর্চা শ্রবণ করাকেও নিষিদ্ধ করেছে।

বক্ষমাণ নিবন্ধে আমরা গীবত এবং এর পরিনাম ও ভয়াবহতা নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

গীবত কি ?

‘গীবত(الغيبة) আরবী শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হ’ল-পরনিন্দা করা, দোষ চর্চা করা, কুৎসা রটনা, পেছনে সমালোচনা করা, দোষারোপ করা, কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষগুলো অন্যের সামনে তুলে ধরা।

কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ ত্রুটি বর্ণনা করা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হয়, তাকে শরীআতের পরিভাষায় গীবত বলে।

তা বাচনিক অথবা লেখনীর মাধ্যমে অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন পন্থায়ই বর্ণনা করা হোক না কেন, সে ব্যক্তি মুসলমান হোক অথবা অমুসলিম।

যদি এমন দোষ বর্ণনা করা হয়, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে নেই তবে তা মিথ্যা অপবাদ হিসাবে গণ্য হবে, কুরআনের ভাষায় যাকে বলা হয় বুহতান। এই প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের কতিপয় বাণী উল্লেখ করা হলোঃ

কোন প্রয়োজনে একটি বেঁটে স্ত্রীলোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে। সে চলে যাওয়ার পর আয়েশা (রা) তার দৈহিক কাঠামো বেঁটে হওয়ার ত্রুটি বর্ণনা করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: হে আয়েশা! তুমি ঐ স্ত্রীলোকটির গীবত করলে। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বাস্তব ঘটনার বিপরীত কিছু বলিনি, অবশ্য আমি তার বেঁটে হওয়ার কথা বলেছি এবং এই ত্রুটি তার মধ্যে রয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আয়েশা! যদিও তুমি সত্য কথা বলেছো, কিন্তু তুমি তার ত্রুটি বর্ণনা করায় তা গীবত হয়ে গেল। (ফকীহ আবুল লাইস, বাবুল গীবত)।

তাবিঈ ইবরাহীম (র) বলেন:

إِذَا قُلْتَ فِي الرَّجُلِ مَا فِيْهِ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

"কারো প্রকৃত দোষ বর্ণনা করলে তুমি তার গীবত করলে। তোমার বর্ণিত দোষ তার মধ্যে না থাকলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে।"

(ইমাম মুহাম্মাদের কিতাবুল আছার)

গীবতের পারিভাষিক অর্থ: রাসূল সা.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, পরিভাষায় গীবত কাকে বলে? তখন মহানবী সা. বলেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْغِيبَةُ قَالَ " ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ " . قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ " إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ..

হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহি 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করা হলো, গীবত কী? তিনি বললেন, তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে তোমার এমন কিছু বলা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হয়। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বর্তমান থাকে? তিনি বললেন, তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তুমি তার গীবত করলে। আর তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দিলে।[সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৮৭৪]
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আখাকা' (তোমার ভাই) শব্দের ব্যবহার করে ইশারা করেছেন যে, তুমি যার গীবত করছো সে তোমার নিকটাত্মীয় না হলেও মূলত তোমার ভাই।
(এক) তার ও তোমার আদি পিতা একই ব্যক্তি, তিনি হচ্ছেন "হযরত আদম (আ)"।
(দুই) তার ও তোমার আদি মাতা একই নারী, তিনি হচ্ছেন "হযরত হাওয়া (আ)"
(তিন) তুমি ও সে উভয়েই মুসলমান, আর সকল মুসলমান পরস্পরের ভাই। অতএব নিজের সহোদর ভাইয়ের গীবত করা থেকে মানুষ যেরূপ বিরত থাকে, অন্যদের গীবত করা থেকেও তদ্রূপ বিরত থাকা উচিত।

একদা মহানবী (স) বলেন :

الْغَيْبَةُ أَنْ تَذْكُرَ الْمَرْأَ بِمَا فِيه

"গীবত এই যে, তুমি অপর ব্যক্তির এমন দোষক্রটি বর্ণনা করছো যা প্রকৃতই তার মধ্যে রয়েছে।"
সাহাবাগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো মনে করতাম যে, কারো মধ্যে যে দোষ নাই তার সাথে সেই দোষ সংশ্লিষ্ট করে বর্ণনা করাই হচ্ছে গীবত। তিনি বলেন: এটা তো মিথ্যা অপবাদ। (আব্দ ইবনে হুমাইদের সূত্রে সুয়ূতীর আদ-দুররুল মানছুর গ্রন্থের বরাতে)।
বর্তমান কালে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সকলে পরচর্চায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে এবং শয়তানের আনুগত্য করে চলছে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত গীবতের সংজ্ঞা দাঁড় করিয়ে নিয়েছে। মুসলমানগণ! আন্তরিকভাবে একটু চিন্তা করে দেখুন, কিভাবে আপনারা আবর্জনার পংকে নিমজ্জিত হচ্ছেন।

কোন কোন লোক বলে যে, কারো এমন কোন দুর্নাম বর্ণনা করাকে গীবত বলা হয় যা তার সামনে বলা সম্ভব নয়। অতএব সামনে বর্ণনা করা যায় এমন কোন দুর্নাম গাইলে তা গীবত হবে না। এই সংজ্ঞা মোটেই ঠিক নয়।

উপরে যেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে পরিস্কার জানা যায় যে, কারো সামনে বলার মত দোষ হোক অথবা সামনে বলার মত দোষ না হোক-উভয় প্রকার দোষের চর্চা করাই গীবত।

কতক লোক বলে যে, কারো মধ্যে যে দোষ নাই তা তার প্রতি আরোপ করাকে গীবত বলে। কিন্তু কারো সত্যিকার দোষ বর্ণনা করলে তা গীবত হবে না।

উত্তর হলো: এইমাত্র হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, যে দোষ কোন ব্যক্তির মধ্যে নাই তা তার প্রতি আরোপ করা মিথ্যা অপবাদ হিসাবে গণ্য। অতএব উপরোক্ত কথা যারা বলে তারা প্রকারান্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে।

আবার কতক লোক বলে, যে দোষটি অন্যের জানা নেই সেই ধরনের দোষ বর্ণনা করাই গীবত। অতএব কারো এমন দোষ বর্ণনা করা গীবত হবে না যা সকলে জানে। এদের যদি বলা হয়, তুমি কেন গীবত করছো তখন জবাব দেয়, এটা তো গীবত নয়, কারণ যে দোষ আমরা বর্ণনা করছি তা তো গোপন নয়, সকলেই জানে। এমন তো নয় যে, আমরা বর্ণনা করার পরই লোকেরা তা জানতে পারে।

উত্তর হলো: এটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা। কারণ দোষ প্রসিদ্ধ হোক বা গোপন-তা বর্ণনা করার সাথে সাথে গীবত হয়ে যায়। দোষ প্রসিদ্ধ না হলে বরং তার চর্চায় দ্বিবিধ পাপ হয়, একটি গীবতের পাপ এবং অপরটি দোষ প্রচার ও প্রকাশ করে বেড়ানোর পাপ। আর যে দোষ সকলের জানা আছে তার ক্ষেত্রে কেবল গীবত করার পাপ হয়।

গীবতের প্রকারভেদ-

গীবত বা পরনিন্দা বা পরচর্চা করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং নিষিদ্ধ কাজ। গীবত করা যেমন হারাম গীবত শোনাও তেমনি হারাম। কিন্তু অনেকেই গীবতকে তেমন কোন পাপ বলে মনে করেন না। তাই মানুষ নানা ভাবে গীবত করে থাকেন। আর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গীবতকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি প্রকার নিচে উল্লেখ করা হলো। যেমন-

শারীরিক গীবত

কোন ব্যক্তিকে খাটো বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে গীবত করা হারাম। যেমন এভাবে বলা যে, অমুক ব্যক্তি খুবই স্কুলদেহী বা বেঁটে, তার নাক লম্বা, চোখ খুবই ছোট অথবা খুবই কুৎসিত, কানে শোনে না, চোখে দেখে না, তাহার নাক কাটা। এভাবে কারো দৈহিক ত্রুটি বর্ণনা করা তাকে অপমান করার জন্য গীবতের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ

حَرَمَ اللّٰهُ أَنْ يُغْتَابَ الْمُؤْمِنَ بِشَيْ كَمَا حَرَمَ الْمَيْتَةَ .

"আল্লাহ তায়ালা মুমিন ব্যক্তির যে কোন প্রকার গীবত করা হারাম ঘোষণা করেছেন, যেরূপ তিনি মৃত প্রাণী খাওয়া হারাম করেছেন" (ইবনে জারীরের বরাতে সুয়ূতীর দুররুল মানছুর)।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলে ফেলেন যে, সে খুবই কালো। অতঃপর তিনি বলেন, আমি তার গীবত করে ফেলেছি, তাই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি (মোল্লা আলী কারীর শারহু আইনিল ইলম)।

একদা হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সাফিয়্যার বেঁটে হওয়াটা অপছন্দ করেন না? তিনি বলেনঃ হে আয়েশা! তুমি এমন একটি কথা বললে যা নদীর পানির সাথে মিশিয়ে দিলে তার উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে (আবু দাউদ, বাবুল গীবাত)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) বেঁটে ছিলেন। তাঁর অপরাপর স্ত্রী এজন্য হাসিঠাট্টা শুরু করে দেন। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেন:

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يُكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ .

"হে ঈমানদারগণ! পুরুষগণ যেন অপর পুরুষদেরকে উপহাস না করে। তারা (অর্থাৎ যাদেরকে উপহাস করা হচ্ছে) তাদের চেয়ে উত্তম হতে পারে এবং নারীগণও যেন অপর নারীদেরকে উপহাস না করে। তারা (অর্থাৎ যে নারীদেরকে উপহাস করা হচ্ছে) তাদের চেয়ে উত্তম হতে পারে" (সূরা হুজুরাতঃ ১১)

পোশাক সম্পর্কিত গীবত

যেমন বলা, অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত কৃপণ, তাই কৃপণের পোশাক পরিধান করে।তার জামা পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত লম্বা, অমুক নারী এমনভাবে ওড়না পরিধান করে যে, তার আভরণীয় অংশ খোলা থাকে ইত্যাদি।

একদা আয়েশা (রা) বলেন, অমুক স্ত্রীলোকের আচল খুব লম্বা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বলেনঃ হে আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে। তোমার থুথু ফেলা কর্তব্য। আয়েশা (রা) বলেন, আমি থুথু ফেললে মুখ থেকে গোশতের একটি টুকরা বের হয়ে আসে (মুনযিরীর কিতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব)।

পূর্বকালের কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, ‘তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের উদ্দেশ্যে তুমি যদি বলো, অমুক ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র খুবই সংকীর্ণ অথবা খুবই লম্বা তাহলে এটাও তার গীবত হবে”(ফকীহ আবুল লাইসের গ্রন্থের গীবত অনুচ্ছেদ)।

বংশের গীবত

তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তির বংশ, অমুক গোত্র বা অমুক শহরের বাসিন্দাদের বংশ ভালো নয়। কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা ছিল নীচ ও ইতর অথবা তাদের বংশতালিকা অজ্ঞাত, তবে এটাও গীবত হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالدِّيْنِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ

“দীনদারী ও সৎকর্ম ব্যতীত, কোনব্যক্তির অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই”(আবদুর রহমান আশ-শারানী, কাশফুল গুম্মাহ আন আহওয়ালিল উম্মাহ, বাব তাহরীম ইহতিকারিন নাস)।

অতএব নিজেকে শরীফ বলে জাহির করা এবং অপরের বংশের ত্রুটি নির্দেশ করা বৈধ নয়।

গুনাহ সম্পর্কিত গীবত

যেমন বলা: অমুক ব্যক্তি যেনা করেছে, গীবত করেছে অথবা তার অন্তর বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, তার মিথ্যা বলার বহুল বদঅভ্যাস আছে, সে তার পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, সে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, অমুক ব্যক্তি মদপানে অভ্যস্ত, সে চোর ইত্যাদি।

শেখ সাদী (র) একবার তাঁর শিক্ষককে বলেন, অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। শিক্ষক বলেন, হে সাদী! তোমার মতে বিদ্বেষ পোষণ হারাম, আর গীবত কি হালাল? তুমি আমার নিকট অমুক ব্যক্তির গীবত করছো তার বিদ্বেষের উল্লেখ করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে নবী-রাসূলগণ ব্যতীত আর কোন মানুষই নিষ্পাপ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কিছু না কিছু দোষত্রুটি অবশ্যই রয়েছে। কোন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্বেষ থাকলে অপরের মধ্যে ঘৃণা করার অভ্যাস আছে। কেউ গীবত করে এবং কেউ গীবত শোনে। কেউ পরোক্ষে নিন্দা করে বেড়ায়, কেউ মিথ্যা কথা বলে। কেউ চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত থাকলে অপরে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টের কাজে লিপ্ত আছে। একজন যেনায় লিপ্ত থাকলে অপরজন অন্যরূপ দুষ্কর্মে লিপ্ত আছে।

মোটকথা, কোন ব্যক্তিই দোষ থেকে মুক্ত নয়। অতএব, যে কোন লোকের মধ্যকার যে কোন ধরনের ত্রুটির চর্চা করা বাতুলতা মাত্র। কারণ ত্রুটি চর্চাকারীও তো ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। তাই কোন ব্যক্তিকে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখলে তার জন্য আল্লাহর নিকট সৎপথ কামনা করা উচিত, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা অনুচিত। এতে সে হয়তো তওবা করবে, অনুতপ্ত হবে অথবা যখন ভুল ভাঙ্গবে তখন তওবা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। কারো দোষের কথা মনে এলে নিজের দোষগুলো স্মরণ করবে। তাহলে এই পাপকাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে। হযরত উমার ফারুক (রা) বলেন:

كَفَى مِنَ الْغَيِّ بِالْمُؤْمِنِ ثَلاثٌ يُعِيبُ عَلَى النَّاسِ بِمَا يَأْتِي بِهِ وَيُبْصِرُ مِنْ عُيُوبِ النَّاسِ بِمَا لَا يُبْصِرُ مِنْ نَفْسِهِ وَيُؤْذِي جَلِيسَهُ فِي مَا لا يَعْنِيهِ .

"মুমিন ব্যক্তির পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য তিনটি জিনিসই যথেষ্ট।

- (১)নিজে যে অপকর্মে লিপ্ত আছে অপরকে সেই অপকর্মে লিপ্ত দেখলে তার সমালোচনা করে।
- (২)অন্যের দোষ দেখে বেড়ায়, অথচ নিজের মধ্যকার দোষ সম্পর্কে অন্ধ।
- (৩)নিজের প্রতিবেশী বা সহচরকে অযথা কষ্ট দেয়, হয়রানী করে"(আবুল লাইস আস সামারকান্দী বাবুল গীবত-এ উদ্ধৃত করেছেন)

কোন ব্যক্তিকে তার গুনাহের কারণে অপদস্ত করা এবং তাকে জাহান্নামী মনে করা আল্লাহ তায়ালার মর্জি বিরুদ্ধ কাজ। বরং যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে অপমান করে আল্লাহ তায়া'লা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে অপমান করেন, অন্যদিকে যাকে অপমান করা হলো তার গুনাহ মাফ করে দেন।

বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তির ঘটনা এভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, তাদের একজন সর্বদা ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতো এবং অপরজন পাপাচারে লিপ্ত থাকতো। ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তি সব সময় পাপাচারীকে হেয় প্রতিপন্ন করতো। একদিন সে চটে গিয়ে বললো, আল্লাহর শপথ! তুমি জাহান্নামে যাবে। কথাটি আল্লাহ পাকের অপছন্দ হলো এবং ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তিকে জাহান্নামী এবং পাপীকে জান্নাতী বানিয়ে দিলেন।(আবু দাউদ, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাহ)

অভ্যাস ও আচার-আচরণের গীবত

কোন ব্যক্তির অভ্যাসের গীবত করা, যেমন সে কাপুরুষ, অত্যন্ত ভীরু, দুর্বল, অলস, পেটুক, কর্মবিমুখ,পরিণাম ফলের কথা চিন্তা করে না, একেবারে নির্বোধ,মানুষকে কষ্ট দেয় ইত্যাদি।

আরবদের মধ্যে পরস্পরের খেদমত করার একটি উত্তম রীতি প্রচলিত ছিল। এক সফরে হযরত আবু বাক্র ও উমার (রা)-র সাথে এক দরিদ্র খাদেম ছিল, সে সব সময় তাদের খেদমত করতো। গন্তব্যে পৌঁছে তাঁরা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর সেও ঘুমিয়ে পড়লো তাদের উভয়ের জন্য খাবার তৈরি না করে। তাঁরা উভয়ে জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, এই ব্যাটা খুব ঘুমায়। তাঁরা তাকে ঘুম থেকে তুলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। সে তাঁর নিকট আবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আবু বাক্র ও উমার (রা) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং কিছু খাবার চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তারা উভয়ে আহার করেছে এবং তৃপ্ত হয়েছে। তাঁরা উভয়ে উনার নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আজ কি খেয়েছি? তিনি বলেন: তোমরা আজ ঐ খাদেমের গোশত খেয়েছো এবং আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের রং দেখতে পাচ্ছি।

তাঁরা উভয়ে এ কথা শুনে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ত্রুটি মাফ করুন এবং আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহর ক্ষমাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না, খাদেম যেন তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে।(দিয়া আল-মুকাদ্দাসীর বরাতে আদ-দুররুল মানছুরে)।

একদা কোন এক সাহাবী জনৈক ব্যক্তির উল্লেখপূর্বক বলেন, সে এক আজব লোক। কেউ তাকে খাদ্য দিলে সব খেয়ে ফেলে। কেউ বাহন দিলে তাতে চড়ে বেড়ায়, কিন্তু নিজে পরিশ্রম করে আয়-উপার্জন করে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি তোমার ভাইয়ের গীবত করলে। সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কারো ক্রুটি তুলে ধরাও কি গীবত? তিনি উত্তর দিলেনঃ বাস্তবিকপক্ষে কারো ক্রুটি নির্দেশ করা গীবতের জন্য যথেষ্ট।(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)।

সরাসরি বা অভিনয়ের মাধ্যমে গীবত

সুস্পষ্ট বাক্যে সরাসরি গীবত হতে পারে এবং অভিনয়ের মাধ্যমেও গীবতের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। সরাসরি: যেমন কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক তার দোষক্রুটি বর্ণনা করা। অভিনয়ের মাধ্যমে: যেমন অন্ধ, খঞ্জ, বোবা ইত্যাদি সেজে অভিনয় করে তাদের দোষক্রুটির প্রতি ইংগিত করা অথবা সমালোচনার উদ্দেশ্যে কারো চালচলন, কথা বলা, পোশাক পরিধান ইত্যাদি নকল করে অভিনয় করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ أَحَدًا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا

“আমি পরানুকরণ পছন্দ করি না, এত এত সম্পদের বিনিময়েও না”(তিরমিযী)।

একদা হযরত আয়েশা (রা) কোন মহিলাকে অনুকরণ করে দেখালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَا يَسُرُّنِي أَنِّي حَكَيْتُ وَلِىَ كَذَا وَكَذَا

“কাউকে নকল করা আমার কাছে মোটেই পছন্দনীয় নয়, অনেক সম্পদের বিনিময়েও নয়” (ইহয়া উলূমিদ দীন, বাবুল গীবাত)

ইবাদতের গীবত

ইবাদতের ক্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখপূর্বক সমালোচনা করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন অমুক ব্যক্তি উত্তমরূপে নামায পড়ে না অথবা রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে না অথবা নফল নামায পড়ে না অথবা রমযানের সবগুলো রোযা রাখে না অথবা মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়ে।

তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে কতক লোক ঘুমিয়ে থাকলে শেখ সাদী (র) তাদের সমালোচনা করেন এবং বলেন, এই লোকগুলো যদি তাহাজ্জুদ পড়তো তবে কতই না ভালো হত। সাদীর পিতা একথা শুনে বলেন, কতই না ভালো হত যদি তুমি তাহাজ্জুদ না পড়ে এদের মত ঘুমিয়ে থাকতে। তাহলে এদের গীবত করার পাপ তোমার ঘাড়ে চাপত না।

এক ব্যক্তি কারো গীবত করলো এবং বললো, আমি আল্লাহর জন্য অমুক ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানতে পেরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমার সমালোচনা করেছে এবং আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের খবর দিয়েছে। আপনি তাকে ডাকুন এবং আমার প্রতি ইনসাফ করুন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কেন তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো? সে বললো, আমি তার প্রতিবেশী। সে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়ে না, রমযানের রোযা ব্যতীত অন্য কোন রোযা রাখে না এবং যাকাত ব্যতীত অতিরিক্ত দান-খয়রাত করে না। তাই আমি তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। তার বক্তব্য শেষ হলে অপর ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি ফরয দায়িত্ব আদায় করতে কোনরূপ ক্রটি করি? তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, না, সে ফরয দায়িত্ব পালনে ক্রটি করে না এবং তা যথারীতি পালন করে। কিন্তু যেহেতু সে নফল ইবাদতসমূহ করে না, তাই তার প্রতি আমার মন বিরক্ত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন: খুব সম্ভব পরিশেষে সে তোমার তুলনায় ভাগ্যবান হবে। অতএব তার গীবত করা এবং তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা

তোমার জন্য সমীচীন নয়। (ইহয়া উলূমিদদীন)।

ইশারা-ইংগিতে গীবত

সরাসরি নামোল্লেখ না করে এমন কিছু ইংগিতবহ উপমা ব্যবহার করে কারো দোষ বর্ণনা করা যে, লোকেরা উপমার দ্বারা বুঝে নিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তির গীবত করা হচ্ছে। যেমন কেউ বললো: আজ আমাদের নিকট এক লোক এসেছিল যে এরূপ। এতে লোকেরা বুঝে নিতে পারে যে, আজ তার নিকট অমুক ব্যক্তি এসেছিল। এটা তার গীবত করা হলো। অথবা কেউ বললো, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর অনুগত হয়ে চলে এবং নিজের মাতাপিতার কথা শুনে না। এতে শ্রবণকারী বুঝতে পারলো যে, সে অমুক ব্যক্তির গীবত করছে।

কানের গীবত

কারো গীবত শোনা এবং তাতে বাধা না দেয়া কানের গীবত। কারণ শ্রবণ করা ও বাধা না দিয়ে নীরব থাকাও এক প্রকারের গীবত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِذَا وَقَعَ فِي الرَّجُلِ وَأَنْتَ فِي مَلَةٍ فَكُنْ لِلرَّجُلِ نَاصِرًا وَلِلْقَوْمِ زَاجِرًا ثُمَّ قُمْ عَنْهُمْ

"কারো গীবত করা হলে এবং তুমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তার এভাবে সাহায্য করো যে, তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও যাতে লোকেরা তার গীবত করা থেকে বিরত থাকে। গীবতকারীদেরও বাধা প্রদান করো, অতঃপর স্থান ত্যাগ করো" (ইবনে আবিদ দুনয়া থেকে দুররুল মানছুর-এ)।

আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে আমরা যেন গীবত থেকে দূরে থাকতে পারি। কারো সংশোধনের জন্য বলতে চাইলে তাকে নিজে তা সরাসরি বলতে হবে। অন্যকে দিয়ে বলা যাবে না সমালোচনা কারীকে বিচারের দিনে নিজের নেক আমল দিয়ে এর বিনিময় পরিশোধ করতে হবে এবং যার সমালোচনা করা হয়েছে তার গুনাহ নিয়ে সমালোচনাকারী জাহান্নামে যাবে। তাই সকল মুসলিমের উচিত গীবত সম্পর্কে সচেতন থাকা।

দুই ধরনের গীবত সবচেয়ে ভয়ংকর-

ইসলামে গীবত ও পরনিন্দা করা কবিরা গুনাহ তথা বড় পাপ। আর গীবতের মধ্যে দুই ধরনের গীবত সবচেয়ে ভয়াবহ।

তন্মধ্যে একটি হলো আলেম-ওলামার গীবত করা এবং অন্যটি হলো মৃত মানুষের গীবত।

- **১. আলেমদের গীবত করা**

নবী-রাসুলদের পর আলেমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ।

সাধারণ কোনো মানুষের চেয়ে তাঁদের মর্যাদা অনেক বেশি। কেননা তাঁরা নবীদের উত্তরাধিকারী। রাসুলুল্লাহ(সা.)বলেছেন, আবেদের ওপর আলেমের মর্যাদা তেমন, তারকারাজির ওপর চাঁদের মর্যাদা যেমন। নিশ্চয়ই আলেমরা নবীদের ওয়ারিশ বা উত্তরসূরি।

নবীরা কোনো দিনার-দিরহামের ওয়ারিশ রেখে যান না; বরং তাঁরা ইলমের ওয়ারিশ রেখে যান। যে ব্যক্তি সেই জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে, সে প্রভূত কল্যাণ লাভ করেছে। (তিরমিজি, হাদিস: ২৬৮২)

সুতরাং আলেমদের মান-মর্যাদা যেহেতু বেশি, তাই তাঁদের পরনিন্দায় পাপের ভয়াবহতাও বেশি। সাধারণ মানুষের গীবত করা মৃত মানুষের গোশত ভক্ষণের মতো জঘন্য পাপ; কিন্তু আলেমদের গোশত আরো বিষাক্ত।

তাঁদের গীবত করলে বান্দার ঈমান ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। ইহকাল ও পরকাল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, ‘আলেমদের গোশত বিষাক্ত। যে ব্যক্তি এর ঘ্রাণ নেবে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর যে ব্যক্তি এটা ভক্ষণ করবে সে মৃত্যুবরণ করবে।

(আল-মুঈদ ফি আদাবিল মুফিদ ওয়াল মুস্তাফিদ, পৃষ্ঠা ৭১)

ইবনু আসাকির (রহ.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আলেম-ওলামার সমালোচনায় স্বীয় জিহ্বাকে প্রবৃত্ত করবে, আল্লাহ তার দৈহিক মৃত্যুর আগেই অন্তরের মৃত্যু দিয়ে তাকে পরীক্ষা করবেন।’ (দাইউস সুলুক, ১/৩৯০)

সুতরাং আলাপ-আলোচনায়, গল্প-আড্ডায় এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় আলেমদের ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করা অন্যান্য কবিরা গুনাহের চেয়েও অনেক প্রভাব

বিস্তারকারী মহাপাপ। কেননা এর প্রভাব শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

❖ ২. মৃত মানুষের গীবত করা

মৃত মানুষের দোষ-ক্রটি চর্চা করার ভয়াবহতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। রাসুলুল্লাহ (সা.) মৃত মানুষের গীবতের ব্যাপারে আলাদাভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, তোমাদের কোনো সঙ্গী মারা গেলে তাকে ছেড়ে দাও। তার সম্পর্কে কোনো কটূক্তি করো না।(আবু দাউদ, হাদিস : ৪৮৯৯)

ইমাম মানাভি (রহ.) বলেন, 'জীবিত ব্যক্তির চেয়ে মৃত ব্যক্তির গীবত করা বেশি ভয়াবহ।' (আত-তায়সির শারহু জামিইস সাগির ১/১৪২)

গীবত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত-

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ. وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ.نَا رُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ. الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَ فْـئِدَةِ .اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ. فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ.

"দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে নিন্দাকারি ও পেছনে গীবতকারী।অবশ্যই তারা হুতামাতে নিক্ষিপ্ত হবে। তুমি কি জানো হুতামা কি? হুতামা হলো আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে। নিশ্চয়ই তা তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভ সমূহে"। (সূরা হুমাজাহ আয়াত ১-৯)

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

"তুমি এমন বিষয়ের অনুসরণ করো না যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। কর্ণ, চক্ষু ও মন সহ প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে"। (সুরা বনি ইসরাইল আয়াত:৩৬)

সূরা হুজরাতের ১২নং আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর তোমরা অন্যের দোষ খোঁজে বেড়াবে না"। আরো বলেন-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ يا الظَّنَّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُهُ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু”। (সুরা হুজরাত আয়াত: ১২)

গীবত সম্পর্কে হাদিস-

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

أَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟

قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

"তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলা হয়? সাহাবারা বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তখন তিনি বলেন: তোমার মুসলিম ভাই অপছন্দ করে এমন কোন কথা তার পেছনে বলা। জনৈক সাহাবী বললেন: আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যেই থাকে তাও কি তা গীবত হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি যা বলছো তা যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে তা হলেই তো গীবত। আর যদি তার মধ্যে তা না পাওয়া যায় তা হলে তা বুস্তান তথা মিথ্যা অপবাদ"। (মুসলিম ২৫৮৯; আবু দাউদ ৪৮৭৪; তিরমিযী ১৯৩৪)

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ: تَعْنِي قَصِيرَةً، فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا

"আয়িশাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, সাফিয়্যাহ (রাঃ)-এর ব্যাপারে আপনার জন্য এতটুকুই যে, সে এরূপ অর্থাৎ তিনি খাটো। তিনি বললেনঃ তুমি এমন একটি কথা বলেছো, যা সমুদ্রে মিশিয়ে দিলে তাতে সমুদ্রের পানির রং পাল্টে যাবে। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নকল করলাম। তিনি বললেনঃ আমাকে এতো এতো সম্পদ দেয়া হলেও আমি কারো অনুকরণ পছন্দ করবো না।"। (আবু দাউদ ৪৮৭৫)

আনাস্ বিন্ মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ لحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِي أَعْرَاضِهِمْ.

"যখন আমি মি'রাজে গেলাম তখন এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যারা তামার নখ দিয়ে নিজেদের বক্ষ ও মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করছে। আমি বললাম: এরা কারা হে জিব্রীল! তিনি বললেন: এরা দুনিয়াতে মানুষের গোস্ত ভক্ষণ করতো অর্থাৎ গীবত করতো এবং তাদের মানসম্মানে আঘাত হানতো"(আবূ দাউদ ৪৮৭৮)

কারোর গীবত করা মুনাফিকের আলামত:

আবূ বারযাহ্ আল্লামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ قَلْبَهُ ! لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ.

"হে তোমরা যারা মুখে ঈমান এনেছো; অথচ ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলিমদের গীবত এবং তাদের ছিদ্রান্বেষণ করো না। কারণ, যে ব্যক্তি মুসলিমদের ছিদ্রান্বেষণ করবে আল্লাহ্ তা'আলাও তার ছিদ্রান্বেষণ করবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যার ছিদ্রান্বেষণ করবেন তাকে তিনি তার ঘরেই লাঞ্ছিত করবেন"।(আবু দাউদ ৪৮৮০)

মু'আয বিন্ আনাস্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

"যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে মুনাফিকের কুৎসার হাত থেকে রক্ষা করলো আল্লাহ্ তা'আলা (এর প্রতিফল স্বরূপ) কিয়ামতের দিন তার নিকট এমন একজন ফিরিস্তা পাঠাবেন যে তার শরীরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে তার ইজ্জত হননের উদ্দেশ্যে কোন ব্যাপারে অপবাদ দিলো আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন (এর প্রতিফল স্বরূপ) জাহান্নামের পুলের উপর আটকে রাখবেন যতক্ষণ না সে উক্ত অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি পায়"। (আবূ দাউদ ৪৮৮৩)

যারা অগ্রপাশ্চাতে অন্যের দোষ বলে বেড়ায় তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংসের দুঃসংবাদ (মুসলিম)।

পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "দুনিয়াতে যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করবে অর্থাৎ গীবত করবে কিয়ামতের দিন গীবতকারীকে পচা মাংস ভক্ষণ করতে বাধ্য করা হবে অতঃপর সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চিৎকার করতে করতে তা ভক্ষণ করবে"। (বুখারী)

রাসুল সাঃ বলেছেন, গীবত করা যিনা থেকেও মারাত্মক গুনাহ। সাহাবায়ে কেরাম রাসুল (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুল (সাঃ) গীবত কিভাবে যিনা থেকেও গুরুতর গুনাহ! রাসুল (সাঃ) বললেন, যিনা করার পর তওবা করলে আল্লাহ সেই তওবা কবুল করেন কিন্তু গীবত করার পর তওবা করার কোন পথ নেই যতক্ষণ না, যে ব্যক্তির গীবত করা হয়েছে সেই ব্যক্তি মাফ করে দেয়। (মুসলিম)।

গীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণসমূহ-

বিভিন্ন কারণে গীবতচর্চা হয়ে থাকে। তার মধ্যে আটটি কারণ সর্বসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তিনটি কারণ উচ্চ পর্যায়ের দীনদার ব্যক্তিদের সাথে সংশ্লিষ্ট।

(১) ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মনের ঝাল মিটানোর জন্য একে অপরের দোষচর্চা করে থাকে। অর্থাৎ কোন কারণে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি রুষ্ট হলে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তার দোষ বর্ণনা করতে থাকে এবং মনের ক্ষোভ মিটাতে থাকে। এই ক্রোধ গীবত বা পরনিন্দার অন্যতম কারণ।

(২) মানুষ কখনো অন্যদের দেখাদেখি গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অপরের সাথে তাল মিলাতে থাকে। যেমন নিজের কোন বন্ধু বা সহযোগী কারো দোষচর্চা করতে লাগলে সে মনে করে, আমি যদি তার সাথে তাল না মিলাই তবে সে অসন্তুষ্ট হবে। তাই সঙ্গদোষে সেও দোষচর্চায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

(৩) পরিণাম চিন্তার বশবর্তী হয়েও কেউ গীবতে লিপ্ত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তির আশঙ্কা হলো যে, তার বিরুদ্ধে অমুক ব্যক্তি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট কুৎসা করতে পারে বা সাক্ষ্য দিতে পারে। তাই সে আগেভাগেই তার প্রতিপক্ষের কুৎসা শুরু করে দেয় যাতে তার প্রতিপক্ষের কথা গ্রহণযোগ্য না হয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির মনে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, লোকটি তার বিরুদ্ধে অযাচিত কথা বলছে।

(৪) কোন দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যেও কেউ গীবতের চর্চায় লিপ্ত হতে পারে। যেমন কেউ তার প্রতিপক্ষের নাম উল্লেখ করে বললো, অমুকও এরূপই করেছে অথবা বলতে পারে যে, সেও আমার সাথে শরীক ছিল এবং আমি একান্তই নিরুপায় ছিলাম।

(৫) অহংকার, আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যের কারণেও কেউ পরচর্চায় জড়িয়ে পড়তে পারে এবং অন্যদের নীচ ও নিজেকে সম্ভ্রান্ত বলে জাহির করতে পারে। যেমন কারো এ কথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি নিরেট মূর্খ, তার উত্তম বোধশক্তি নাই। অর্থাৎ তার কথার লক্ষ্য এই যে, সে-ই সত্যিকারের জ্ঞানী এবং অন্যরা খুব কমই জ্ঞাত।

(৬) প্রতিহিংসার কারণেও পরচর্চা হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তির প্রতি যখন লোকদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা তাকে সম্মান প্রদর্শন করে, তার প্রশংসা করে, তখন এতে হিংসুকের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠে। সে কামনা করে, লোকটি যে মর্যাদা ও ভালোবাসা লাভ করেছে তা যেন তার হাতছাড়া হয়ে যায়। অন্য কিছু করতে না পারলেও সে তার গীবত চর্চায় মেতে উঠে, যাতে লোকজন তার সান্নিধ্যে যাওয়া ত্যাগ করে।

(৭) হাসি-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টাচ্ছলেও মানুষ কারো গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। সময় কাটানোই এর মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে।

(৮) অপরকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করার কারণেও গীবতচর্চা হতে পারে। এটা সামনা-সামনিও হতে পারে এবং অনুপস্থিতিতেও হতে পারে।

গীবতের আরও যে তিনটি সূক্ষ্ম কারণ রয়েছে তার মধ্যে বাহ্যত কল্যাণের উপাদান নিহিত থাকলেও শয়তান এর সাথে ক্ষতিকর উপাদান মিশ্রিত করে দেয়। বিশিষ্ট পর্যায়ের ধর্মভীরু লোকের মধ্যেই এই তিন প্রকারের কারণ সীমাবদ্ধ।

(১) কোন দীনদার ব্যক্তির মধ্যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোন ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হয়ে অবাক বিস্ময়ে এ কথা বলা যে, এই লোকটি থেকে এরূপ ত্রুটি প্রকাশ পাবে তা আমরা আশা করিনি। নামোল্লেখ করে এরূপ বলা হলে তা গীবত হিসাবে গণ্য হবে এবং মন্তব্যকারী গুনাহগার হবে। অবশ্য নামোল্লেখ না করে কিছু বললে তাতে গীবত হবে না।

(২) কোন দীনদার ব্যক্তির ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করে তার প্রতি দয়ার উদ্রেক হওয়া এবং তার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমেও গীবত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তিকে কোন সমালোচনাযোগ্য কাজে লিপ্ত দেখে তার প্রতি দয়া ও দুঃখ প্রকাশার্থে এভাবে বলা যে, তার জন্য বড়ই আফসোস হয়, সে এরূপ বিপদে
জড়িয়ে পড়েছে। দুঃখ প্রকাশ করার দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটি যদিও যথার্থ মনে হয়, কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করায় তা গীবতের পর্যায়ে চলে যায়।

(৩) আল্লাহর ওয়াস্তে ক্রোধ বা অভিমান করতে গিয়েও গীবতের সূত্রপাত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তিকে খারাপ কথা বলতে দেখা গেলো বা শোনা গেলো। তখন তার প্রতি সহমর্মিতার দরুন গোসা বা অভিমানের উদ্রেক হয়। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করে গোসা বা অভিমান ব্যক্ত করলে তা গীবতে পর্যবসিত হয়, নামোল্লেখ না করে তা করা হলে গীবতের পর্যায়ে পড়ে না। এখানে উত্তম পন্থা হলো, অপরের নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্রোধ বা অভিমান প্রকাশ না করে বরং একান্তে তার সামনেই অভিমান প্রকাশ করা। এতে উভয়ই গুনাহ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

গীবতের কুফল-

পবিত্র আল-কুরআনে গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর হাদিসে একে যেনাকারী চেয়েও মারাত্মক অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ গীবত বা পরনিন্দা এখন সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। যে কোন বৈঠক, যেন গীবত ছাড়া এখন অসমাপ্ত থেকে যায়।

মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র আল-কুরআনের সূরা হুজরাতের ১২ নং আয়াতে গীবত সম্পর্কে এরশাদ করেছেন-

"এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমাদের কেউ কারো গীবত কর না, গীবত করলে তোমরা ধ্বংস হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, তোমরা গীবত থেকে বেঁচে থাকো কারণ তাতে তিনটি ক্ষতি রয়েছে। যেমন-

➤গীবত কারীর আমল নামায় তার পাপ বৃদ্ধি হতে থাকে।

➤গীবত কারীর কোন নেক আমল কবুল হয় না।

➤গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না(বুখারী)।

এছাড়াও গীবতের যেসব অপকারিতা রয়েছে তা হল-

➤গীবতকারীর মানসিক শান্তি থাকে না কারণ সে
কারো দ্বারা অপমানিত হওয়ার আশঙ্কায় থাকে।

➤তার হিসাব কঠিন হয়।

➤পরকালে তাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ানো হবে।

➤গীবতকারী মানুষের চোখে দোষ চর্চাকারী সাব্যস্ত হয়।

মিশকাত শরীফের এক হাদিসের বর্ণনায় পাওয়া যায় গীবতের কুফল এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে রাসুল সাঃ বলেছেন, গীবত করা যিনা থেকেও মারাত্মক গুনাহ। সাহাবায়ে কেরাম রাসুল (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুল (সাঃ), গীবত কিভাবে যিনা থেকেও গুরুত্বর গুনাহ!
রাসুল (সাঃ) বললেন, যিনা করার পর তওবা করলে আল্লাহ সেই তওবা কবুল করেন কিন্তু গীবত করার পর তওবা করার কোন পথ নেই যতক্ষণ না যে ব্যক্তির গীবত করা হয়েছে সেই ব্যক্তি মাফ করে দেন।

গীবতের আরো মারাত্মক কুফল হলো- যার গীবত করা হয় তার আমলনামায় যত পাপ থাকে, যে গীবত করে তার আমলনামায় সেই পাপ এসে যুক্ত হয়। এজন্য হযরত হাসান বসরী রঃ যখন শুনতে পেতেন তার সম্পর্কে কেউ গীবত করছে তখন তিনি সেই ব্যক্তির জন্য অনেক ফল ও বিভিন্ন মিষ্টান্ন দ্রব্য হাদিয়া হিসেবে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন, মাশাআল্লাহ! তিনি আমার অনেক উপকার করেছেন।
গীবত হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুনাহ যাকে কবিরা গুনাহ বলা হয়।
মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে সূরা হুজরাতের এক নম্বর আয়াতে বলেছেন, "দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে"।
গীবত মানুষের আমল এবং ঈমান সবকিছু নষ্ট করে দেয়। গীবত, গীবতকারীকে এবং যে গীবত শুনে তাকেও ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং গীবতের এই ধ্বংসাত্মক ছোবল থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের কর্তব্য।

গীবতের ক্ষতি-

গীবতের দ্বারা প্রচুর ক্ষতি হয়, পার্থিব জগতেও, পরজগতেও। গীবতকারী দুনিয়া-আখেরাত উভয় স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গীবতের ক্ষতি নিম্নরূপ:

➤গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না। যে ব্যক্তি অনবরত গীবতে লিপ্ত থাকে সে খুব কমই অনুতপ্ত হয়। তাই তার দোয়া কবুল হয় না এবং তার প্রতি করুণা বর্ষিত হয় না।

লোকেরা ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র)-র নিকট অভিযোগ করলো যে, তারা দোয়া করছে কিন্তু কবুল হচ্ছে না, এর কারণ কি? তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে আটটি দোষ রয়েছে। ফলে তোমাদের অন্তরের সজীবতা নষ্ট হয়ে গেছে, তাই তোমাদের দোয়া কবুল হয় না।

(১) তোমরা আল্লাহর মহত্ব স্বীকার করো কিন্তু তাঁর অধিকার আদায় করো না, তাঁর বিধানের আনুগত্য করো না।

(২) তোমরা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করো কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করো না।

(৩) তোমরা মুখে মুখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ করো কিন্তু তাঁর হাদীস মোতাবেক জীবনযাপন করো না। অথচ ভালোবাসার দাবি এই যে, কাউকে ভালোবাসলে তার মর্জি অনুযায়ী কাজ করতে হয়।

(৪) তোমরা কথায় কথায় বলো যে, তোমরা মৃত্যুর ভয় করো কিন্তু তার প্রস্তুতি স্বরূপ ইবাদত করো না। অথচ কোন ব্যক্তি যে জিনিসকে ভয় করে সে তা থেকে মুক্তি লাভের পথ অন্বেষণ করে।

(৫) মহান আল্লাহ বলেন:

ان الشيطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخَذُوهُ عَدُوا .

‘শয়তান তোমাদের দুশমন, অতএব শয়তানকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ করো’(সূরা ফাতির:৬)।

অথচ তোমরা অহরহ পাপাচারে লিপ্ত হয়ে রয়েছো এবং শয়তানকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছো।

(৬) তোমরা মুখে বলছো যে, তোমরা দোযখের ভয় করো কিন্তু নিজেরাই নিজেদের দোযখে নিক্ষেপ করছো।

(৭) তোমরা বেহেশতে যাওয়ার আকাঙ্খা জাহির করছো অথচ বেহেশতে যাওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করছো না।

(৮) তোমরা অপরের দোষ চর্চা (গীবত) করছো অথচ নিজেদের দোষের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করছো না। এসব কারণে তোমাদের অন্তর মরে গেছে। তাই তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত নাযিল হচ্ছে না এবং তোমাদের দোয়া কবুল হচ্ছে না।

➤গীবতের কারণে আমলনামা থেকে সৎ কাজের পরিমাণ কমে যায়।

আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) বলেন, কিয়ামতের দিন কোনো ব্যক্তি তার আমলনামায় এমন কিছু নেক আমল দেখতে পাবে যা সে কখনও করেনি। সে বলবে, হে প্রভু! এসব নেক কাজ তো আমি করিনি, তা কিভাবে আমার আমলনামায় যুক্ত হলো? মহান আল্লাহ বলবেন, যেসব লোক তোমার গীবত করেছে তাদের আমলনামা থেকে তাদের নেক কাজ বিয়োগ করে তা তোমার আমলনামায় লিখে দেওয়া হয়েছে (তামবীহুল গাফিলীন, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)। একই সাহাবী থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি তার আমলনামায় তার কোন কোন নেক আমল লিপিবদ্ধ না দেখে জিজ্ঞেস করবে, হে আল্লাহ! আমি তো পার্থিব জীবনে এই এই নেক কাজ করেছি অথচ তা আমার আমলনামায় দেখতে পাচ্ছি না! মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি অমুক অমুক লোকের গীবত করেছো। তাই তোমার আমলনামা থেকে তা বিয়োগ করে তুমি যার গীবত করেছো তার আমলনামায় যোগ করে দিয়েছি (তারগীব তারহীব)।

হাসান বসরী (র) জানতে পারলেন যে, এক ব্যক্তি তাঁর গীবত করছে। তিনি তার জন্য কিছু উপহার সামগ্রী পাঠালেন এবং বললেন, তুমি আমার গীবত করে তোমার নেক আমল আমাকে দিয়ে দিয়েছো। তাই তোমার জন্য এই উপহার সামগ্রী পাঠালাম। (নুযহাতুল মাজালিস)

একদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন: দেউলিয়া কে! তা কি তোমরা জানো? সাহাবীগণ বললেন, যার কোন অর্থ সম্পদ নাই।

তিনি(স)বললেন: না, অর্থ-সম্পদহীন ব্যক্তি দেউলিয়া নয়। বরং কিয়ামতের দিন দেখা যাবে কোনো ব্যক্তি এমন অবস্থায় উপস্থিত হয়েছে যে, সে প্রচুর নামায-রোযা করেছে, যাকাত দিয়েছে কিন্তু সে কারো জায়গা-জমি, অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারো গীবত করেছে, কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অত্যাচার করেছে বা হত্যা করেছে। সেদিন আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাপ্য পূর্ণরূপে পরিশোধ করে দিবেন। অতএব উপরোক্ত বদ কাজের দরুন সেই লোকের আমলনামা থেকে তার নেক আমল কেটে নেয়া হবে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে, তার আমলনামায় কোনো নেক আমল আর বাকি নাই। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তিই হলো দেউলিয়া। (বাগাবীর মাআলিমুত তানযীল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)।

➤গীবতের কারণে বদকাজের পরিমাণ বেড়ে যায়।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

اياكُمْ وَالْغَيْبَةَ فَإِنَّ فِيهَا ثَلاثُ أَفَاتِ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاءُ وَلَا يُقْبَلُ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَيُزْدَادُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ .

“সাবধান! তোমরা গীবত থেকে দূরে থাকো। কারণ গীবতের মধ্যে তিনটি বিপদ রয়েছে। গীবতকারীর দোয়া কবুল করা হয় না, তার সৎকাজসমূহও কবুল করা হয় না এবং তার আমলনামায় তার পাপ বর্ধিত হতে থাকে” (খিযানাতুর রিওয়ায়াত)।

➤গীবতকারীর সৎ কাজ কবুল হয় না।
যেমন উপরের হাদীস থেকে আমরা জানতে পেরেছি এবং এই সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেনঃ

مَا النَّارُ فِي الْيَبِسِ بِأَسْرَعَ مِنَ الْغَيْبَةِ فِي حَسَنَاتِ الْعَبْدِ

“বান্দার নেক আমল গীবতের দ্বারা যত দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় আগুনও তত দ্রুত শুকনা বস্তু ধ্বংস করতে পারে না” (ইয়া উলূমিদ্দীন)।

অর্থাৎ শুকনো কাঠে আগুন লাগলে তা কত দ্রুত জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায় তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। কিন্তু গীবত তার চেয়েও দ্রুত গতিতে নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। অনন্তর গীবতকারী কিয়ামতের দিন কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হবে, অপমানিত ও লজ্জিত হবে, নিজের দেহের গোশত চিবিয়ে খাবে, নখের আঁচড়ে নিজের দেহ ক্ষতবিক্ষত করবে,

দোযখে যাবে সর্বাগ্রে কিন্তু জান্নাতে যাবে সর্বশেষে। তাছাড়া গীবতের আরও বহু ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যেমন গীবতকারী আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, তার শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, শয়তান তার প্রতি প্রসন্ন হয়, সে আল্লাহর অসন্তোষের শিকার হয় ইত্যাদি।

➤মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবতকারীকে পুনরায় রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দুই রোযাদার ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যোহর ও আসরের নামায পড়লো। আসরের নামাযের পর তিনি তাদের বললেন: তোমরা উভয়ে উযু করে যোহর ও আসরের নামায পুনরায় পড়ে নাও এবং রোযারও কাযা করো।
তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কেন আমাদের জন্য এই হুকুম?
তিনি বলেন: তোমরা রোযা অবস্থায় গীবত করেছো। (বায়হাকীর শুআবুল ঈমান থেকে মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল গীবাত)।

◑ এক দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আজ যেন কেউ আমার নির্দেশ দেয়ার পূর্বে ইফতার না করে। সন্ধ্যা হলে প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে ইফতার করতে থাকে। এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! দুই যুবতী নারী আমার ঘরে রোযাদার। তারা আপনার নিকট আসতে লজ্জাবোধ করছে এবং ইফতার করার অনুমতি চাচ্ছে। এ কথা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি পরপর তিনবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। তৃতীয়বারের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাদের রোযা হয়নি। কারণ যে বক্তি দিনভর মানুষের গোশত খায় (গীবত করে বেড়ায়) তার রোযা কিভাবে হতে পারে! তাদের দুইজনকে এখানে এসে বমন করতে বলো। তারা তাঁর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি (স) তাদের একটি পাত্রে বমন করতে বলেন। তারা পুঁজ মিশ্রিত রক্তবমি করলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এই দুই নারী সারা দিন এক জায়গায় বসে মানুষের গোশত খেয়েছে।(ইহয়া উলূমিদ্দীন)।

◑ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এমন চারটি জিনিস আছে যার দ্বারা উযু নষ্ট হয়ে যায়, নেক আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং রোযাও বাতিল হয়ে যায়।
তা হলো: গীবত, চোগলখোরি, মিথ্যাচার এবং বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত।
এই চারটি জিনিস পাপাচারের শিকড়কে সজীব করে, যেভাবে পানি গাছের শিকড়কে সজীব করে। (তামবীহুল গাফিলীন)।

◑ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন: এমন পাঁচটি জিনিস আছে যার দ্বারা রোযা নষ্ট হয়ে যায়। সেগুলো হলো: মিথ্যাচার, চোগলখোরি, গীবত, মিথ্যা শপথ এবং কোন নারীর প্রতি কামভাব নিয়ে তাকানো।(ইহয়া উলুমুদ্দীন, রোযা অধ্যায়)।

◑ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَنْ يُدَعَ طَعَامَهُ وشرابه.

“যে ব্যক্তি (রোযা থেকেও) মিথ্যাচার ত্যাগ করতে পারলো না তার পানাহার ত্যাগ করায় (রোযা রাখায়) আল্লাহর কিছু যায় আসে না” (তিরমিযী)।

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তার রোযার কোন মূল্য ও মর্যাদা দেন না।
“মোল্লা আলী আল-কারী (র) মিরকাত গ্রন্থে লিখেছেন, ‘কাওলায-যূর’ অর্থ বাতিল কথা, তা মিথ্যাই হোক অথবা গীবত অথবা চোগলখোরি, যা মানুষের পরিহার করা কর্তব্য’।

◑মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেনঃ

كَمْ مِنْ صَائِرٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلَّا الْجُوعِ وَالْعَطَشَ.

“কত রোযাদার আছে যারা রোযার দ্বারা ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া আর কিছুই পায় না” (ইহয়া উলূমিদ্দীন, সাওম অধ্যায়)।

গীবতের ভয়াবহতা-

গীবত হল “আমল খেকো” বদ আমল। যা কিছু ভালো আমল বান্দার ঝুলিতে থাকে, গীবতের পোকা সেগুলোকে খেয়ে ফেলে। একদম নিঃস্ব করে ফেলে। সালাত খেয়ে ফেলে, সিয়াম খেয়ে ফেলে, হজ্ব খেয়ে ফেলে। বান্দার সকল আমল খেয়ে ফেলে। এমনকি বান্দার গীবত তাকে কবরেও ছাড় দেয় না। অবশেষে আস্তাকুঁড়ে জাহান্নামে ফেলে দেয়। গীবত একটি কবিরা গুনাহ। মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের সমান।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, “একদা আমরা নবী করিম সা. এর নিকটে ছিলাম, এমতাবস্থায় একজন ব্যক্তি উঠে চলে গেল। তার প্রস্থানের পর একজন তার সমালোচনা করল।

তখন রাসুলুল্লাহ সা. তাকে বললেন, তোমার দাঁত খিলাল কর। লোকটি বলল, কি কারণে দাঁত খিলাল করব? আমিতো কোন গোশত ভক্ষণ করিনি। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় তুমি তোমার ভাইয়ের গোশত ভক্ষন করেছো অর্থাৎ গীবত করেছো।” (ত্বাবারানী, ইবনে আবী শায়বা ৪২৮)

মিরাজের রাতে রাসুলুল্লাহ সা. এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন, যাদের নখগুলি পিতলের তৈরি, তারা তা দিয়ে নিজেদের মুখমন্ডল ও বক্ষগুলিকে ছিড়ছিলো।

রাসুল সা. জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা হে জিবরাইল? তিনি বললেন,” এরা তারাই যারা মানুষের গোশত খেতো এবং তাদের ইজ্জত- আবরু বিনষ্ট করত,” (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)।

হযরত আবু সাইদ ও জাবের রা. বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, গীবত যিনা হতেও মারাত্মক গুনাহ, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর রাসুল সা. গীবত যেনা হতেও মারাত্মক কিভাবে?

নবীজি সা. বললেন, যিনাকারী তাওবা করলে আল্লাহ তাওবা কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। আর গীবতকারীর তাওবাও কবুল হয়না যতক্ষণ পর্যন্ত যার গীবত করা হয়েছে সে ক্ষমা না করে। (বায়হাকী, মুসলিম)

কুরআনে এই গীবতের পরিণাম বুঝাতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ ... تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"আর তোমরা একে অপরের গীবত করোনা।
তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাবে। নিশ্চয়ই তোমরা এটাকে অপছন্দই করবে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা সিমাহীন ক্ষমাকারী এবং দয়ালু।" (সূরা হুজরাত : **১২**)

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা কারো গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন।

গীবতের ভয়াবহতা বুঝানোর জন্যেই বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে হাদীসে রাসূল সা. ইরশাদ করেন-
الغيبة أشد من الزناء
"গীবত করা যিনা থেকেও মারাত্মক।" [মেশকাত, বায়হাকি]

অতএব বুঝা গেল যিনা করলে যে গুনাহ হয় এর চাইতে বেশি গুনাহ হয় গীবত করলে। অপর হাদীসে রাসুলে কারীম (সা) ইরশাদ করেন-

الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ وَأَرْبَا الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ

'সূদের (পাপের) ৭২টি দরজা বা স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নতম স্তর হচ্ছে স্বীয় মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া তুল্য পাপ এবং ঊর্ধ্বতম স্তর হ'ল কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার এক ভাইয়ের মান-সম্ভ্রমের হানি ঘটানো তুল্য পাপ'। (তাবারাণী; সিলসিলা সহীহাহ হা/১৮৭১)

◑ গীবত করা ও শোনা দুটোই গুনাহের কাজ। কেউ কারো গীবত করলে তাঁর ভালোর জন্যই তাকে থামিয়ে দেওয়া উচিৎ। মন্দ কথার প্রচার ও প্রসারে কোন ফায়দা নেই।
ইবনুল মুবারক রহ. এর মজলিশে এক লোক ইমাম আবু হানিফা রহ. এর গীবত করা শুরু করলেন। ইবনুল মুবারক রহ. তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আবু হানিফা রহ. এর গীবত করছো?

অথচ আল্লাহ তা'আলার নিকটে তার শান ও মর্যাদা ছিল অনেকগুন বেশী। (আবু দুররুল মুখতার)

এক লোক হাসান বসরী রহ এর কাছে এসে বলল, "একজন আপনার গীবত করেছে," তখন তিনি সেই গীবতকারীর জন্য থালা ভর্তি মিষ্টি খেজুর নিয়ে গিয়ে বললেন, শুনলাম আপনি আপনার ভালো আমলগুলি আমাকে উপহার হিসেবে দিয়ে দিয়েছেন। এই নিন, আমি আপনার ঋণ পরিশোধ করতে এসেছি, ঋণ পরিশোধে কোথাও কোন ঘাটতি হলে দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েন।" (তাম্বীহুল গাফেলীন)

"মহান আল্লাহ বলেন- "দুর্ভোগ তাদের যারা সামনে ও পিছনে পরনিন্দা করে বেড়ায়" (সূরা হুমাজাহ, আয়াত ১)"

গীবত মারাত্মক অপরাধ-

গীবত এমন এক জঘন্যতম গুনাহ যা মানুষের ঈমান ও আমলকে ধ্বংস করে দেয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতকে বিনষ্ট করে দেয়।

আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন- "তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো পরস্পরের গীবতে লিপ্ত না হও। তোমাদের কেউ কী তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? অবশ্যই তোমরা তা অপছন্দই করো। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়াশীল।' (সূরা হুজরাত-১২)

হাদিস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন- "গীবত যিনা বা অবৈধ যৌনাচারের চেয়েও ঘৃণ্য ও জঘন্য গুনাহ"। (শু'য়াবুল ঈমান)

উপযুক্ত কোরআনের আয়াত ও হাদিস শরীফ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, গীবত এমন এক জঘন্যতম গুনাহ যা মানুষের ঈমান ও আমলকে ধ্বংস করে দেয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতকে বিনষ্ট করে দেয়।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, নিজেদের অজ্ঞাতসারে আজ আমরা এ জঘন্যতম গুনাহে নিমজ্জিত। সমাজে এমন কোনো ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, যার থেকে এ গুনাহটি প্রকাশ পায় না। এর কারণ, মূলত আমরা এটিকে এমন কোনো গুনাহই মনে করি না। এটি যে,

মারাত্মক গুনাহ এবং এর পরিণাম যে অত্যন্ত ভয়াবহ, সে অনুভুতিটুকুও আমাদের অন্তর থেকে মুছে গেছে।
যার কারণে আমরা কোনো ভাইয়ের গীবত বা নিন্দা করতে দ্বিধাবোধ করছি না।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত-একবার রাসূলল্লাহ (সা.) সাহাবিদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি জানো গীবত কী? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) অধিক ভাল জানেন। রাসূল (সা.) বললেন, তোমার কোনো ভাইয়ের সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে, এটিই গীবত।
রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? রাসূলল্লাহ (সা.) বললেন. তুমি যা বলো তার মধ্যে তা বিদ্যমান থাকলে, তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে বিদ্যমান না থাকে, তখন তুমি তার ব্যাপারে অপবাদ রটালে।' (মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ- ৪৮৭৪)

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বললাম, 'আপনাকে সাফিয়া সম্পর্কে এতোটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সে এরূপ এরূপ। হযরত আয়েশা (রাযি.) এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন, সাফিয়া (রা) একটু বেঁটে। এ কথা শুনে, রাসূল (সা.) বললেন, তোমার এ কথাকে যদি সমুদ্রের সাথে মিশ্রিত করে দেয়া হয়, তবে তা সমুদ্রের রং পরিবর্তন করে দিবে।' (আবু দাউদ- ৪৮৭৫)

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর স্ত্রীদের মধ্যে হযরত সাফিয়া (রাযি.) একটু বেঁটে ছিলেন। এ কথাটি রাসূল (সা.) এর সামনে প্রকাশ করাও গীবত বলে অভিহিত করেছেন। এ হাদিসে গীবতের গুনাহর পরিমাণকে সমুদ্রের পানির রং পরিবর্তনের সাথে দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। এ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, গীবত কত নিকৃষ্টতম গুনাহ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্যের দোষ প্রকাশ তো দূরের কথা; বরং তা তালাশ করার থেকে বিরত থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।
হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, হে মানব সকল! যারা শুধুমাত্র মুখে ঈমান এনেছো, ঈমান যাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না। কেননা, যে ব্যক্তি মুসলমানদের

দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহপাক তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আল্লাহপাক যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে স্বগৃহেও লাঞ্ছিত করেন। (আবু দাউদ- ৪৮৮০)

এছাড়া অনেক হাদিসে গীবতের ভয়াবহ শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন-হাদিস শরীফে এসেছে, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) বলেন, আমরা রাসূল (সা.) এর সাথে এমন দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, যে দু'টি কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। রাসূল (সা.) বললেন, এদেরকে বড় কোনো গুনাহের কারণে আযাব দেয়া হচ্ছে না। তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে, তাদের একজন মানুষ গীবত করতো এবং অপরজন পেশাব থেকে পরহেজ করতো না। (আদাবুল মুফরাদ)

অন্যত্রে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূল (সা.) এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ করে, দুর্গন্ধময় মৃত ব্যক্তির ঘ্রাণ ছড়ালো। রাসূল (সা.) বললেন, তোমরা কি জানো এটি কিসের দুর্গন্ধ? রাসূল (সা.) বললেন, এটি ওই সমস্ত ব্যক্তির দুর্গন্ধ, যারা দুনিয়াতে মানুষের গীবত করতো।' (মুসনাদে আহমদ)

হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন আমাকে আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, সেখানে আমি এমন কিছু মানুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখ ছিলো তামার। তারা তাদের চেহারা এবং বক্ষকে আঁচড়াতে ছিলো। আমি জিবরাঈল (আ.) কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিবরাঈল (আ.) বললেন, এরা ওই সমস্ত ব্যক্তি, যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশতো ভক্ষণ করতো, অর্থাৎ, তারা মানুষের গীবত করতো এবং তাদের ইজ্জতহানি করতো।' (সুনানে আবু দাঊদ-৪৮৭৮)

উপর্যুক্ত কয়েকটি হাদিস দ্বারা এ কথা সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়, গীবত মারাত্মক গুনাহ এবং গীবতকারীদের জন্য আখিরাতে আল্লাহপাকের ভয়ানক শাস্তি অবধারিত।
গীবত এতো নিকৃষ্ট যে, গীবতের কারণে নামাজ-রোজার সওয়াব পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে অনেক সময় রাসূলল্লাহ (সা.) কেউ অন্যের গীবত করে থাকলে, তাদের নামাজ-রোজা পুনরায় আদায় করার জন্যে আদেশ দিতেন।

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত। একবার দু'জন ব্যক্তি যোহর অথবা আসরের নামাজ আদায় করলো। তারা উভয়ই ছিলো রোজাদার। রাসূল (সা.) নামাজ সমাপ্ত করে উক্ত দু'জন ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন,

তোমরা উভয়ই পুনরায় ওজু করো এবং নামাজ আদায় করো। (আজকের) রোজা পূর্ণ করে অন্য কোনো দিন এর কাযা করো। তারা জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) কেন? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা অমুক ব্যক্তির গীবত করেছো। (শু'য়াবুল ঈমান)

গীবতের সম্পৃক্ততা বান্দার হকের সাথে এবং দুনিয়াতে এর কোনো শাস্তির বিধান নেই। বান্দা মাফ না করলে কখনো গীবতের গুনাহ মুছন হবে না। তাই হাদিস শরীফে গীবতের গুনাহকে অন্যান্য গুনাহর থেকে জঘন্য আখ্যা দেয়া হয়েছে।

যেমন- হযরত আবু সাঈদ ও জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, গীবত যিনা ব্যাভিচার থেকেও জঘন্য। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) কিভাবে গীবত যিনা ব্যাভিচার থেকেও জঘন্য? রাসূল (সা.) বললেন, কোনো ব্যক্তি যদি যিনা করে, অতঃপর সে যদি তওবা করে, তাহলে আল্লাহপাক তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু গীবতকারীকে আল্লাহপাক ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত যার গীবত করা হয়েছে, সে ক্ষমা না করে। (মুসলিম, বায়হাকি)

যে মজলিসে গীবত বা পরনিন্দার আলোচনা হয়, সেখানে নিশ্চুপ হয়ে গীবত শ্রবণ করাও গীবতের সমুতল্য অপরাধ।

হাদিস শরীফে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, 'যখন তোমার উপস্থিতিতে কারো গীবত করা হয়, তখন তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও এবং তার ভাল দিকগুলো তুলে ধরো, সম্ভব হলে গীবত বন্ধ করার চেষ্টা করো, অন্যথায় সে মজলিস বর্জন করো। কেননা, চুপ থাকলে তুমিও গীবতকারী বলে গণ্য হবে।' (দুররে মানছুর)

গীবতের গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার পন্থা হচ্ছে, যার গীবত করা হয়েছে, সে জীবিত থাকলে সরাসরি তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। আর সে মারা গেলে তার জন্য ইসতেগফার করাই ক্ষমা পাওয়ার একমাত্র উপায়।

এ প্রসঙ্গে হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূলল্লাহ (সা.) বলেছেন, গীবতের কাফফারা হলো, যার গীবত করা হয়েছে, তার জন্য মাগফিরাত কামনা করা। (মেশকাত)

গীবতের পরিণাম ও ভয়াবহতা-

গীবত বা পরনিন্দা একটি সর্বনাশা মহাপাপ। এই পাপের মাধ্যমে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার নষ্ট হয়। কারণ পরনিন্দার মাধ্যমে অন্যের সম্মান হানি করা হয় এবং তার মর্যাদার ওপর চরমভাবে আঘাত করা হয়, যা আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমের উপর হারাম করেছেন। দুনিয়া ও আখেরাতে গীবতকারীর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হয়। নিচে গীবতের পরিণাম ও ভয়াবহতা সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'ল-

১. গীবত একটি ভয়াবহ কাবীরা গুনাহ :

মুসলিমের জীবনে অন্যান্য কবীরা গুনাহের চেয়ে গীবতের প্রভাব ও পরিণাম অপেক্ষাকৃত বেশী ভয়ংকর। রাসূলুল্লাহ (সা) গীবতের ভয়াবহতা বুঝাতে যে উপমা দিয়েছেন, অন্য কোন মহাপাপের ব্যাপারে এত শক্তভাবে বলেননি। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আমি একবার সাফিয়া [রাসূল (সা)-এর স্ত্রী]-এর দিকে ইশারা করে বললাম, أَنَّهَا قَصِيرَةٌ 'সে তো বেঁটে মহিলা'। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, غْتَبْتِهَا। 'তুমি তো তার গীবত করে ফেললে'। [আহমাদ হা/২৫৭০৮; ইবনু আবীদ্দুনইয়া, যাম্মুল গীবাত ওয়ান নামীমাহ, হা/৭০; পৃ. ২৪, সনদ হাসান]

অপর বর্ণনায় এসেছে তিনি বললেন,

لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ،

তুমি এমন একটি কথা বলেছো, যদি তা সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্রের পানির রং পাল্টে যাবে'। [আবূদাঊদ হা/৪৮৭৫; তিরমিযী হা/২৫০২, সনদ সহীহ]

অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় শায়খ উসায়মীন (রহঃ) বলেন, 'এই গীবত এতটাই দুর্গন্ধময় ও জঘন্য যে, যদি এটাকে সাগরে ফেলে দেওয়া হয়, তবে সমগ্র সাগরের পানির স্বাদ ও গন্ধ উভয়টাই পরিবর্তন হয়ে যাবে' [শারহু রিয়াযিছ সালেহীন ৬/১২৬]

ইবনে আল্লান (রহঃ) বলেন,

فإذا كانت هذه الكلمة بهذه المثابة، في مزج البحر، الذي هو من أعظم المخلوقات، فما بالك بغيبة أقوى منها،

'গীবতের এই কথা সৃষ্টিকূলের সবচেয়ে বড় সৃষ্টি সমুদ্রের সাথে মিশে যদি এত ভয়াবহ হ'তে পারে, তবে গীবতের চেয়ে শক্তিশালী পাপ আর কি হ'তে পারে'! [ইবনু আল্লান, দালীলুল ফালিহীন ৮/৩৫২]

অর্থাৎ নিন্দাবাদের ছোট্ট একটি কথা যদি বিশাল সমুদ্রের রঙ বদলে দিতে পারে, বিস্তীর্ণ সাগরের পানির স্বাদ পরিবর্তন করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তবে এই গীবত আমাদের দ্বীনদারিতা ও আমলনামার কি অবস্থা করে ছাড়বে তা সহজেই অনুমেয়।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন,

هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها وما أعلم شيئا من الأحاديث بلغ في ذمها هذا المبلغ، '

"এই হাদীসটি পরনিন্দার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ধমকের অন্যতম অথবা সবচেয়ে বড় ধমক। গীবতের নিন্দাবাদে এত কঠোর হাদীস আছে বলে আমার জানা নেই'। [মানাভী, ফায়যুল ক্বাদীর, ৫/৪১১]

সুতরাং হাদীসের বাণী ও ওলামায়ে কেরামের ভাষ্যগুলো পর্যালোচনা করলে খুব সহজেই বোঝা যায় গীবত কত মারাত্মক পাপ। তাছাড়া এখানে আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার হ'ল মুসলমানদের মাঝে গীবত এত সন্তর্পণের বিচরণ করে যে, নেককার বান্দারাও নিজের অজান্তে এই পাপে জড়িয়ে যেতে পারেন। আয়েশা (রাঃ)-এর এই হাদীসটি তার বড় প্রমাণ।

২. গীবত মৃত মানুষের গোশত খাওয়ার চেয়েও নিকৃষ্ট পাপ :

মানুষের গোশত খাওয়া হারাম। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন,

وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ،,

''আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না এবং পরস্পরের পিছনে গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্ত্ততঃ তোমরা সেটি অপছন্দই করে থাকো' (হুজুরাত ৪৯/১২)।

ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন,

إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس، '

“আল্লাহ গীবতের এই উপমা দিয়েছেন এজন্য যে, মৃত মানুষের গোশত খাওয়া যেমন ঘৃণ্য এবং হারাম, ঠিক তেমনি দ্বীন ইসলামে গীবত করা হারাম এবং নফসের জন্য ঘৃণার্হ’। ক্বাতাদাহ (রহঃ) বলেন,

كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا،

‘তোমাদের কেউ যেমন তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকে। একইভাবে তার অবশ্য কর্তব্য হ’ল তার জীবিত ভাইয়ের গোশত খাওয়া বা গীবত করার থেকে বিরত থাকা’ [তাফসীরে কুরতুবী ১৬/৩৩৫।]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, ‘একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখান থেকে উঠে চলে গেলে অপর একজন সেই ব্যক্তির সমালোচনায় লিপ্ত হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন, تَخَلَّلْ! ‘দাঁত খেলাল কর’। সে বলল

ومَّا أتَخَلَّلُ؟ ما أكَلْتُ لحماً !

‘আমি তো গোশত খাইনি; দাঁত খেলাল করব কেন?

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,

إنَّك أكَلْتَ لَحْمَ أخيكَ، ‘

তুমি তো (এইমাত্র) তোমার ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করলে’। [সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৮৩৭, সনদ সহীহ লি গাইরিহী]

আমর ইবনুল ‘আছ একদিন একটা মরা গাধার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। গাধাটির দিকে ইশারা করে তার সাথীদের বললেন,

لأَنْ يأكُلَ الرجلُ مِنْ هذا حتى يَمْلأَ بَطْنَهُ، خيرٌ له مِنْ أنْ يأكُلَ لحْمَ رجلٍ مسْلِمَ، ‘

“একজন মুসলিমের গোশত খাওয়া বা গীবত করার চেয়ে কোন মানুষের জন্য এই (মরা গাধার) গোশত খেয়ে পেট ভরানো উত্তম’। [সহীহুত তারগীব হা/২৮৩৮, সনদ সহীহ]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন,

ما التقم أحد لقمةً شرًّا من اغتياب مؤمن،

'মুমিন ব্যক্তির গীবতের চেয়ে নিকৃষ্ট লোকমা কেউ গ্রহণ করে না’। [আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৩৪, সনদ সহীহ]

একবার ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) কিছু মানুষকে দাওয়াত করলেন। তারা এসে খাবারের জন্য বসে এক ব্যক্তির দোষচর্চা শুরু করল। তখন ইবরাহীম (রহ.) বললেন, আমাদের পূর্বকালের লোকেরা গোশত খাওয়ার আগে রুটি খেত। আর আপনারা তো আগেই গোশত খাওয়া শুরু করে দিলেন (অর্থাৎ গীবত শুরু করে দিয়েছেন)। [আবুল লাইছ সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ১২৩]

৩. যিনা-ব্যভিচার ও সূদ-ঘুষের চেয়েও নিকৃষ্ট পাপ গীবত :

সমাজে প্রচলিত পাপগুলোর মাঝে শীর্ষস্থানীয় জঘন্য পাপ হ'ল ব্যভিচার ও সূদ। লম্পট, যেনাকার ও সূদ-ঘুষখোর নর-নারীকে সমাজের সবাই ঘৃণা করে। তাদেরকে কেউ অন্তরে ঠাঁই দেয় না। কিন্তু ভয়ংকর ব্যাপার হ'ল সূদ-ঘুষ ও যিনা-ব্যভিচারের চেয়েও ক্ষতিকর, ঈমান বিধ্বংসী ও নিকৃষ্ট পাপ হ'ল গীবত।

আরো ভয়াবহ ব্যাপার হ'ল মুসলিম সমাজের অনেকেই ব্যভিচার ও সূদের পাপ থেকে নিজেকে হেফাযত করতে পারলেও অবলিলায় গীবতের পাপে জড়িয়ে পড়েন। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

,الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ، '

'সুদের ৭২টি দরজা আছে। তন্মধ্যে নিকটবর্তী দরজা হ'ল কোন পুরুষ কর্তৃক তার মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। আর সবচেয়ে বড় সূদ হ'ল অপর ভাইয়ের সম্মানহানি করা (অর্থাৎ গীবত করা)'। [তাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭১৫১; সহীহুল জামে' হা/৩৫৩৭; সহীহাহ হা/১৮৭১, সনদ সহীহ]

আমরা জানি, যিনা-ব্যভিচার এমনিতেই নিকৃষ্ট মানের পাপ। ব্যভিচারীকে মানুষ সবসময় ঘৃণার চোখে দেখতে অভ্যস্ত। তার উপর আপন মায়ের সাথে এমন জঘন্য কাজের কথা মানুষ কল্পনাই করতে পারে না। আবার এই কল্পনাতীত গুনাহটাই নাকি সূদের সবচেয়ে লঘু স্তর। তাহ'লে সূদ আরো কত ভয়াবহ পাপ? আর সেই সূদের চেয়েও বড় পাপ হ'ল গীবত। তাহ'লে এই গীবত কত নিকৃষ্ট, জঘন্য ও নিন্দনীয় পাপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওলামায়ে কেরাম বলেন, সূদের চেয়ে গীবতের পাপ মারাত্মক হওয়ার কারণ হ'ল মুসলিম ব্যক্তির সম্পদের চেয়ে তার মান-মর্যাদা অনেক বেশী মূল্যবান। তাই তার সম্পদ

আত্মসাৎ করার চেয়ে তার সম্মান নষ্ট করার ভয়াবহতা অনেক বেশী। [ফাৎহুল ক্বারীবিল মুজীব ১১/৩৯১]

অপর এক হাদীসে এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের মাঝে খুৎবাহ দিলেন।
খুৎবাতে তিনি সূদের ভয়াবহতা তুলে ধরে বলেন,
إنَّ الدِّرْهَم يصيبُه الرجلُ مِنَ الرِّبا أعْظَمُ عندَ الله في الخَطيئَةِ مِنْ ستٍّ وثَلاثِينَ زَنْيَةً يَزْنيها الرجُلُ، وإنَّ أَرْبى الرِّبى عِرْضُ الرجُلِ المسْلِمِ

'কোন ব্যক্তির জন্য ছত্রিশবার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ হ'ল এক দিরহাম সূদ গ্রহণ করা। আর সবচেয়ে বড় সূদ হ'ল মুসলিম ভাইয়ের সম্মানে আঘাত দেওয়া বা গীবত করা'। [সহীহুল জামে‘ হা/২৮৩১,সনদ সহীহ]

৪. গীবতকারী কবরে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে :
মৃত্যুর পর থেকেই গীবতকারীর পরকালীন শাস্তি শুরু হয়ে যায়। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন,
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا,

'নবী করীম (সা) একদা দু’টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এ সময় তিনি বললেন, এদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে কোন গুরুতর অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখুরী করে বেড়াত। তারপর তিনি একখানি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে ফেড়ে দু’ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের উপর একটা করে পুঁতে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন-
হে আল্লাহর রাসূল! কেন এমন করলেন? তিনি বললেন, আশা করা যায় এই দু’টি ডাল শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের আযাব কিছুটা হালকা করা হবে’।[বুখারী হা/২১৮; মুসলিম হা/২৯২]
অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,
أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَتَأَذَّى مِنَ الْبَوْلِ,

‘তাদের একজন মানুষের গীবত করত। আর অপরজন পেশাবের (ছিটার) ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না’।[মুসনাদে আবী ইয়া‘লা মাওছিলী হা/২০৫০; আল-আদাবুল মুফরাদ, সনদ সহীহ]

ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন-

أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ: ثُلُثٌ مِنَ الْغِيبَةِ، وَثُلُثٌ مِنَ الْبَوْلِ، وَثُلُثٌ مِنَ النَّمِيمَةِ،

‘কবরের আযাব তিন ভাগে বিভক্ত : এক-তৃতীয়ংশ গীবতের কারণে,
এক-তৃতীয়াংশ পেশাব থেকে সতর্ক না থাকার কারণে আর
এক-তৃতীয়াংশ চোগলখুরীর কারণে হবে’ [ইবনু হাজার হায়তামী, আয-যাওয়াজির আন-ইক্বতিরাফিল কাবায়ির, ২/১৮; ইবনু আবীদ্দুনইয়া, আছ-ছামত, পৃ. ১২৯]

কবি বলেন,

احْفَظْ لسانكَ أيها الإنسان .. لا يلدغنَّك؛ إنَّهُ ثُعْبَانُ
كَمْ فِي المَقَابِرِ مِنْ قَتِيلِ لسَانِهِ .. كَانَتْ تَخَافُ لِقَاءَهُ الأَقْرَانُ

‘হে মানুষ! জিহবাকে সংযত রাখ। তোমার জিহবা একটা (বিষাক্ত) সাপের মতো, সে যেন তোমাকে ছোবল না মারে। কবরে এমন কত নিহত লোক আছে, যাকে তার জিহবা হত্যা করেছে। জিহবা এমন (ভয়ংকর) বস্তু যে, তরবারিও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে ভয় পায়’। [নববী, আল-আযকার, পৃ. ৩৩৫; ইবনুল জাওযী, বাহরুদ দুমূ‘, পৃ. ১২৫]

৫. গীবত বান্দার দ্বীনদারীকে ধ্বংস করে :

আখেরাত পিয়াসী বান্দার জীবনে অমূল্য সাধনার ফসল হ’ল তার দ্বীনিয়াত। এটাকে উপজীব্য করে সে তার পার্থিব জীবন পরিচালনা করে। কিন্তু গীবত ও পরনিন্দা তার দ্বীনিয়াতকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। তার পরহেযগারিতার বুকে কুঠারাঘাত করে বসে। নীরব ঘাতকের মত তার ধার্মিকতায় পঁচন ধরিয়ে দেয়। বান্দা যদি গীবত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে না পারে, তবে তার ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারে না।

উসামা ইবনে শারীক (রাঃ) বলেন, ‘আমি উপস্থিত থাকা অবস্থায় বেদুইনরা নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল,

,أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟

'এতে কি আমাদের গুনাহ হবে, এতে কি আমাদের গুনাহ হবে?

'عِبَادَ اللهِ، وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ، إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ، 'তিনি বলেন,

"আল্লাহর বান্দাগণ! কোন কিছুতেই আল্লাহ গুনাহ রাখেননি, তবে যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ইজ্জতহানি করে তাতেই গুনাহ হবে। [ইবনু মাজাহ হা/৩৪৩৬; সনদ সহীহ]
এজন্য সালাফে সালেহীন শুধু সালাত-সিয়ামকে ইবাদত মনে করতেন না; বরং গীবত থেকে বিরত থাকাকেও ইবাদত গণ্য করতেন। কেননা গীবতের ছিদ্র বন্ধ না থাকলে আমলনামার ঝুলিতে কোন নেকী অবশিষ্ট থাকে না।
তাই তো আব্দুল করীম ইবনে মালেক (রহঃ) বলেন,

,أَدْرَكْنَا السَّلَفَ الصَّالِحَ وَهُمْ لَا يَرَوْنَ الْعِبَادَةَ فِي الصَّوْمِ، وَلَا فِي الصَّلَاةِ، وَلَكِنْ فِي الْكَفِّ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ،

'আমরা সালাফে সালেহীনকে এমন পেয়েছি যে, তারা শুধু সালাত, সিয়ামকে ইবাদত মনে করতেন না; বরং মানুষের সম্মানে হস্তক্ষেপ বা গীবত পরিহার করাকেও ইবাদত হিসাবে গণ্য করতেন'।[আস-সাম্তু, পৃ. ১৩০]
হাসান বসরী (রহঃ) বলেন,

,وَاللهِ لَلْغَيْبَةُ أَسْرَعُ فِي دِينِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْأَكْلَةِ فِي جَسَدِهِ،

'আল্লাহর কসম! গীবত মুমিনের দ্বীনিয়াতের জন্য এতটাই দ্রুততম ক্ষতিকারক যে, এটা তার দেহ থেকে গোশত কামড়ে খাওয়ার চেয়েও মারাত্মক'।[ইবনু আবীদ্দুনইয়া, যাম্মুল গীবাতি ওয়ান নামীমাহ, পৃ. ২১]

তাছাড়া গীবত বান্দার হৃদয়কে রোগাক্রান্ত করে দেয়, ফলে তার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মুমিনের স্তর থেকে ফাসেকের স্তরে ছিটকে পড়ে।
ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) বলেন,
الْغِيبَةُ وَالنَّمِيْمَةُ يَحُتَّانِ الْإِيْمَانَ كَمَا يَعْضِدُ الرَّاعِي الشَّجَرَةَ،

'রাখাল যেভাবে গাছ কেটে ফেলে, পরনিন্দা ও চোগলখুরী সেভাবে ঈমানকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে'।[শামসুদ্দীন সাফ্ফারীনী, গিযাউল আলবাব, ১/১০৫]
সুফইয়ান সাওরী (রহ.) বলেন,

,إياك والغِيبةَ، إياك والوقوعَ في الناس، فيَهلِك دينُك،

‘গীবত থেকে বেঁচে থাকো! মানুষের দোষচর্চা করা থেকে সাবধান থাকো। অন্যথায় তোমার দ্বীনদারী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে’।[আস-সাম্তু, পৃ. ১৭১]

আবূ হাতেম বুস্তী (রহ.) বলেন,

أربح التّجارة ذكر الله، وأخسر التجارة ذكر النّاس،

'সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা হ’ল আল্লাহর জিকির করা এবং সবচেয়ে ক্ষতিকর ব্যবসা হ’ল মানুষের সমালোচনা করা’।[ইবনু আব্দিল বার, বাহজাতুল মাজালিস, পৃ. ৮৬]

৬. গীবতের মাধ্যমে নেক আমল ক্ষতিগ্রস্ত হয় :

পরনিন্দা একটি মারাত্মক পাপ, যা বান্দার নেক আমলের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং আমলের নেকী অর্জনে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। যেমন কেউ যদি সিয়াম রেখে গীবত করে, তাহ’লে সে সিয়ামের ফযীলত ও নেকী লাভে বঞ্চিত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَه،

'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা ও মুর্খতা পরিত্যাগ করল না, আল্লাহর নিকট (সিয়ামের নামে) তার পানাহার পরিত্যাগের কোন প্রয়োজন নেই’।[বুখারী হা/১৯০৩; মিশকাত হা/১৯৯৯]

অত্র হাদীসের মর্মার্থ হ’ল, কেউ যদি সিয়ামরত অবস্থায় গীবতের মতো পাপে জড়িয়ে পড়ে, তাহ’লে সে ঐ সিয়ামের মাধ্যমে কোন উপকারিতা হাসিল করতে পারবে না। যদি সেটা ফরয সিয়াম হয়, তবে তার ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে এবং তাকে ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কিন্তু সিয়ামের পুরস্কার ও সওয়াব লাভে সে বঞ্চিত হবে। কারণ সে সিয়াম রেখে মানুষের গোশত ভক্ষণ করেছে’।[আতিয়্যাহ মুহাম্মাদ সালিম, শারহে বুলূগুল মারাম, ৭/১৪৭]

অনুরূপভাবে হাদীসে সিয়ামকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার ঢাল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গীবত সেই ঢালের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়।
যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ،,

'সিয়াম ঢাল স্বরূপ। অতএব তোমাদের কেউ যেন সিয়ামের দিনে অশ্লীল কথা না বলে এবং শোরগোল না করে'।[বুখারী হা/১৯০৪]

ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, 'সিয়ামরত অবস্থায় কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকলে সেই সিয়াম জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঢাল হবে। সুতরাং দুনিয়াতে যদি কেউ কুপ্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে, তাহ'লে আখেরাতে সেটা তার জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার কারণ হবে।

আবূ উবাইদাহ ইবনুল জার্রাহ (রাঃ) বলেন,

إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْغِيبَةَ تَضُرُّ بِالصِّيَامِ

'অত্র হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গীবত সিয়ামকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে'।[ইবনু হাজার আসকালানী, ফাৎহুল বারী ৪/১০৪]

হাফসাহ বিনতে সীরীন (রহঃ) বলেন,

,الصيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا صَاحِبُهَا، وَخَرْقُهَا الْغِيبَةُ،

'সিয়াম ততক্ষণ ঢাল থাকে, যতক্ষণ না সিয়ামকারি এটাকে ভেঙ্গে ফেলে। আর গীবতের মাধ্যমে ঢাল ভেঙ্গে যায়'।[মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক্ব, ৫/৪৮]

আবূল আলিয়া (রহঃ) বলেন,

'الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ أَحَدًا، وَإِنْ كَانَ نَائِمًا عَلَى فِرَاشِهِ

'সিয়াম পালনকারী যতক্ষণ না কারো গীবত করে, ততক্ষণ সে ইবাদতের মধ্যেই থাকে। এমনকি বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থাতেও সে ইবাদতরত থাকে'।[মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক্ব, ৪/৩০৭] অর্থাৎ গীবত করলে সিয়াম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সালাফগণ নিজেদের নেক আমলের হেফাযতের জন্য গীবত থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতেন।

আবূল মুতাওয়াক্কিল বলেন, আবূ হুরায়রা (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম সিয়ামরত অবস্থায় মসজিদে বেশী অবস্থান করতেন। তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হ'লে বলতেন, نطهر صِيَامَنَا، '

আমরা আমাদের সিয়ামকে পবিত্র রাখার জন্য এমন করে থাকি'।[ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/১২০; ইবনুল জাওযী, আত-তাবছিরাহ, ২/৭৬]

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন,

, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْغِيبَةَ وَالْكَذِبَ،

'যে ব্যক্তি তার সিয়ামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়, সে যেন গীবত ও মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকে'।[হান্নাদ ইবনে সির্রী, কিতাবুয যুহ্দ, ২/৫৭২]

শুধু সিয়ামই নয়; যে কোন ইবাদতকে পবিত্র রাখার জন্য গীবত থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। সালাফগণ বলেছেন,

إِنْ ضَعُفْتَ عَنْ ثَلَاثَةٍ فَعَلَيْكَ بِثَلَاثٍ: إِنْ ضَعُفْتَ عَنِ الْخَيْرِ فَامْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، وَإِنْ كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْفَعَ النَّاسَ فَامْسِكْ عَنْهُمْ ضُرَّكَ، وَإِنْ كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ فَلَا تَأْكُلْ لُحُومَ النَّاسِ

''তুমি যদি তিনটি কাজ করতে অপারগ হয়ে যাও, তবে অবশ্য অপর তিনটি কাজ থেকে দূরে থাকবে:

(১) যদি ভালো কাজ না করতে পারো, তবে অবশ্যই অন্যায় থেকে দূরে থাকবে,

(২) যদি মানুষের উপকার করতে না পারো, তবে অবশ্যই তাদের ক্ষতি করার থেকে দূরে থাকবে এবং

(৩) যদি সিয়াম রাখতে না পারো, তবে অবশ্যই মানুষের গোশত খাওয়া বা পরনিন্দা থেকে বিরত থাকবে'।[সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ১৬৬]

৭. দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের ত্রুটি প্রকাশ পায় :

পৃথিবীর কোন মানুষ ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। কম-বেশী সবার মাঝে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। কেউ যদি নিজের দিকে নজর না দিয়ে অন্যের দোষ-ত্রুটি নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং গীবত করে, তাহলে তার দোষ-ত্রুটিগুলো যে কোন মাধ্যমে আল্লাহ প্রকাশ করে দেন। মূলত গীবতকারীর ত্রুটিগুলো প্রকাশ করে দিয়ে আল্লাহ তাঁর মুসলিম বান্দার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেন। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে পরনিন্দা থেকে সাবধান করেছেন।

আবূ বারযাহ আল-আসলামী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ،

'ওহে যারা কেবল মুখেই ঈমান এনেছে কিন্তু ঈমান অন্তরে প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়িয়ো না। কারণ যে ব্যক্তি তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে আল্লাহও তার দোষ-ত্রুটি খুঁজবেন। আর আল্লাহ কারো দোষ-ত্রুটি খুঁজলে তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপদস্থ করে ছাড়বেন'। [আবূদাঊদ হা/৪৮৮০; সহীহুল জামে' হা/৭৯৮৪;সহীহ]

অন্যত্র তিনি (সা) বলেন,

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ،

'যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ প্রকাশ করবে, মহান আল্লাহও তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন। এমনকি তার ত্রুটি প্রকাশ করার মাধ্যমে তাকে তার ঘরের মধ্যেই লাঞ্ছিত করবেন'।[ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৬; সহীহুত তারগীব হা/২৩৩৮, সনদ সহীহ]

আযীমাবাদী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীসে মুসলিমের দোষ প্রকাশকারীদের প্রতি কঠিন ধমক দেওয়া হয়েছে। তারা যদি এই নিকৃষ্ট কাজ থেকে বিরত না থাকে, তবে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকলেও সেখানেই অপমান ও লাঞ্ছনা তাদের পাকড়াও করবে'।[আওনুল মা'বূদ ১৩/২২৪]

ইবনু হাজার হায়তামী (রহঃ) বলেন,

أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كُلَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْبَدَنِ الْوَاحِدِ إِذْ اشْتَكَى بَعْضُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، فَمَنْ عَابَ غَيْرَهُ فَفِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا عَابَ نَفْسَهُ نَظَرًا لِذَلِكَ،

'মুমিনগণ সকলে একটি দেহের ন্যায়। শরীরের একটি অংশ ব্যথাহত হ'লে পুরো শরীর ব্যথিত হয়। সুতরাং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যে অপরের দোষ চর্চা করে, সে মূলত নিজেরই দোষ চর্চায় লিপ্ত হয়'।[হায়তামী, আয-যাওয়াজির ২/৯]

অর্থাৎ অন্যের দোষ আলোচনা করার মাধ্যমে সে নিজের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ হওয়ার রাস্তা খুলে দেয়। সে যদি নির্জনেও কোন পাপ করে অথবা তার এমন কোন ত্রুটি আছে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানতো না- এমন বিষয়গুলো অন্যের কাছে প্রকাশিত হয়ে যাবে। হয় সে নিজেই নিজের অজান্তে তার দোষ বলে দিবে অথবা কোন আলামত বা চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। সেজন্য অন্যের ত্রুটি গোপন রাখা প্রকৃত ঈমানের পরিচায়ক।

ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন,

الْمُؤْمِنُ يَسْتُرُ وَيَنْصَحُ، وَالْفَاجِرُ يَهْتِكُ وَيُعَيِّرُ

"মুমিন ব্যক্তি দোষ গোপন রাখে এবং সদুপদেশ দেয়। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি গোপন বিষয় ফাঁস করে দেয় এবং পরনিন্দা করে'। [ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম ১/২২৫]

৮. ক্বিয়ামতের দিন অন্যের পাপের বোঝা নিজের কাঁধে চাপে :

ক্বিয়ামতের দিন কড়ায়গন্ডায় গীবতের বদলা নেওয়া হবে। যার গীবত করা হয়েছে তার পাপের বোঝা গীবতকারীর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে, অথচ সেই গীবতকারী হয়ত সারা জীবনে একবারও সেই পাপ করেনি, তথাপি পরনিন্দার কারণে সেই পাপের ঘানি তাকে টানতে হবে। আবার নিজের কষ্টার্জিত আমল- সালাত, সিয়াম, দান-সদাক্বাহ, তাহাজ্জুদ, কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতি ইবাদতের নেকীগুলো গীবতের পরিমাণ অনুযায়ী তাকে দিয়ে দিতে হবে। হাশরের ময়দানে মানুষ যখন একটা নেকীর জন্য হন্যে হয়ে পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে থাকবে, সেই কঠিন মুহূর্তে নিজের নেকী অন্যকে দিয়ে দিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ

তোমরা কি বলতে পারো, নিঃস্ব কে? সাহাবীরা বললেন,

الـمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ

"আমাদের মধ্যে যার টাকা কড়ি ও আসবাপত্র নেই সেই তো নিঃস্ব। তখন তিনি বললেন,

إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، '

আমার উম্মাতের মধ্যে সেই প্রকৃত নিঃস্ব, যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন সালাত, সিয়াম ও যাকাতের আমল নিয়ে উপস্থিত হবে; অথচ সে এই অবস্থায় আসবে যে, একে গালি দিয়েছে, একে অপবাদ দিয়েছে, এর সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, একে হত্যা করেছে ও একে মেরেছে। এরপর একে তার নেক আমল থেকে দেওয়া হবে, ওকে নেক আমল থেকে দেওয়া হবে। এরপর তার কাছে (পাওনাদারের) প্রাপ্য তার নেক আমল থেকে পূরণ করা না গেলে তাদের

পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’। [মুসলিম ৫৯/২৫৮১, মিশকাত হা/৫১২৭।]

সহজ কথায় আমরা যদি গীবতের মাধ্যমে হোক বা অন্য কোন মাধ্যমে হোক অপর মুসলিমের অধিকার নষ্ট করি, তবে কিয়ামতের দিন আমাদের সম্পাদিত নেক আমলের নেকীগুলো তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে। যদি নেকী শেষ হয়ে যায়, তাহ’লে যার গীবত করা হয়েছে তার পাপের বোঝাগুলো নিজের মাথায় নিতে হবে এবং এভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ’তে হবে।

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالْغِيبَةَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهِيَ أَسْرَعُ فِي الْحَسَنَاتِ مِنَ النَّارِ فِي الْحَطَبِ،

“তোমরা গীবত থেকে সাবধান থাক। ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আগুন যেভাবে কাঠ পুড়িয়ে দেয় তার চেয়েও দ্রুতগতিতে গীবত নেক আমল নিঃশেষ করে দেয়” [ইবনু আবীদ্দুনইয়া, যাম্মুল গীবাহ ওয়ান নামীমাহ, পৃ. ৪৭]

৯. পরকালের কঠিন শাস্তি ভোগ :

নিজের নেকীগুলো অন্যকে দিয়ে যখন গীবতকারী দেওলিয়া হয়ে যাবে, তখন তার জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لما عرجَ بِي رَبِّي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ,
لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وجوهَهم وصدورهم فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، ‘

“যখন আমার রব (মি‘রাজের রাতে) আমাকে উপরে নিয়ে গেলেন, আমি সেখানে এমন লোকেদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখ ছিল তামা দিয়ে তৈরি। তারা সেসব নখ দিয়ে তাদের মুখমন্ডল ও বক্ষ খোঁচাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাইল! এরা কারা? জিবরাইল (আঃ) বললেন, এরা সেসব লোক, যারা (গীবত করার মাধ্যমে) মানুষের গোশত খেত এবং মানুষের মান-সম্মানে আঘাত হানতো’।[আবূদাঊদ হা/৪৮৭৮; মিশকাত হা/৫০৪৬,সনদ সহীহ।]

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, ‘শোকের সময় মুখ ও বুক খামচানো পুরুষ মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়; বরং এগুলো ভাড়াটে বিলাপকারিণী মহিলাদের স্বভাব। মূলত এই উপমা দেওয়ার মাধ্যমে হাশরের মাঠে গীবতকারীদের শোচনীয় ও লাঞ্ছনাদায়ক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে’।[আওনুল মা‘বূদ ১৩/১৫৩]

১০. জান্নাতে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত :

গীবতকারী মুসলিম যদি গীবত থেকে তওবা না করে মারা যায়, তবে তিনি প্রথম সুযোগে জান্নাতে যেতে পারবে না; বরং তাকে গীবতের শাস্তি পাওয়ার জন্য প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। যারা মুমিনদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয় এবং তাদের নিন্দা করে, ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে জাহান্নামীদের রক্ত-পুঁজ খাওয়ানো হবে।

সাহল ইবনে মু‘আয (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

مَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ، حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ،

'যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে অপমান করার উদ্দেশ্যে তাকে দোষারোপ করবে, মহান আল্লাহ তাকে জাহান্নামের সেতুর উপরে আটক করবেন, যতক্ষণ না তার কৃত কর্মের ক্ষতিপূরণ হয়’।[আবূদাঊদ হা/৪৮৮৩, সনদ হাসান]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

,مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ،

'যে ব্যক্তি ঈমানদার লোকের এমন দোষ বলে বেড়ায় যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাকে জাহান্নামীদের (দেহ নিঃসৃত) রক্ত-পুঁজের মাঝে বসবাস করাবেন। যতক্ষণ না সে তার কথা (গীবত) থেকে ফিরে আসবে’।[আবূদাঊদ হা/৩৫৯৭; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/২২২২, হাদীস সহীহ] আশরাফ বলেন, গীবত থেকে ফিরে আসার অর্থ হ’ল শাস্তি পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত গীবতকারী জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পাবে না। [মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ৬/২৩৬৭]

চোগলখোরি-

গীবতের মত চোগলখোরিও একটি মারাত্মক বদ অভ্যাস, একটি পাপাচার। কুরআন মাজীদে এবং হাদীস শরীফে চোগলখোরির সমালোচনা করা হয়েছে।

➤চোগলখোরিও গীবতের একটি শ্রেণী।

যে ব্যক্তি ক্ষতিসাধন ও শত্রুতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অপরজনের নিকট বলে বেড়ায় তাকে চোগলখোর বলে। এটাও গীবতের ন্যায় কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। এসব গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সর্বদা সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে।

"ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির জন্য একের কথা অপরের নিকট পৌঁছানোকে চোগলখোরি বলে" (ইমাম নববীর রিয়াদুস সালেহীন)মহান আল্লাহ বলেন:

هَمَّازٍ مُشَاء بِنَمِيمٍ .

"পিছনে নিন্দাকারী ও যে চোগলখোরি করে বেড়ায়, (সুরা ক্বলম আয়াত-১১)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ .

"চোগলখোর কখনও বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না"(বুখারী, মুসলিম)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ .

"আমি কি তোমাদের অবহিত করবো না "আহ" কী? তা চোগলখোরি অর্থাৎ মানুষের মধ্যে মিথ্যা কথা ও অপবাদ ছড়ানো" (মুসলিম)।

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ .

"চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)।

الَا أَخْبِرُكُمْ بِشَرَارِكُمُ الْمَشَاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ وَالْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ .

"আমি কি তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দুষ্ট লোক সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করবো না? তারা হলো চোগলখোর এবং বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টিকারী লোক"(মুসনাদে আহমাদ)।

إِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى اللهِ الْمَشَاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْإِخْوَانِ الْمُلْتَمِسُونَ لِلْبَرَاءِ الْعَشْرَاتِ

"তোমাদের মধ্যকার সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক অভিশপ্ত যে, চোগলখোরি করে বেড়ায়, ভাই-বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং উত্তম লোকদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায়" (তাবারানীর মুজামুল ওয়াসীত ও মুজামুস সাগীর)।

এসব হাদীস থেকে জানা গেলো যে, চোগলিপনা একটি গুনাহের কাজ, চোগলখোরির কারণে কবরেও শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং চোগলখোর জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না।

ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তাআলা বেহেশত সৃষ্টি করার পর তাকে বলেন, কিছু বলো। বেহেশত বললো, যারা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে তারা সৌভাগ্যবান। আল্লাহ তাআলা বলেন, আট শ্রেণীর লোক তোমার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। চোগলখোর তাদের অন্তর্ভুক্ত (ইহয়া উলূমিদদীন)।

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের আমলে বনী ইসরাঈল জাতি একবার অনাবৃষ্টির শিকার হলে তিনি তাদেরকে নিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। কিন্তু বৃষ্টি হলো না। আল্লাহ তাআলা ওহী নাযিল করে তাঁকে জানিয়ে দিলেন: তোমার ও তোমার সঙ্গীদের দোয়া এজন্য কবুল হচ্ছে না যে, তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি চোগলখোরি করে বেড়াচ্ছে। মূসা (আ) বলেন, হে আল্লাহ! তাকে শনাক্ত করে দিন। তাহলে আমরা তাকে আমাদের মধ্য থেকে বিতাড়িত করবো। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মূসা! আমিই চোগলখোরি করতে নিষেধ করি, এখন আমিই আবার চোগলখোরি করবো! অতঃপর মূসা (আ) তাঁর সকল সঙ্গীকে নিয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করলে বৃষ্টি বর্ষিত হয়।(ইহয়া উলূমিদদীন)।

এ সম্পর্কে হাসান বসরী (র) একটি বাস্তব কথা বলেছেন:

مَنْ نَمَّ إِلَيْكَ نَمَّ مِنْكَ .

"যে তোমার নিকট চোগলী কথা বলবে সে তোমার বিরুদ্ধেও চোগলী করবে"(ইহয়া উলুমিদদীন)

অতএব চোগলখোরি ও চোগলখোর সম্পর্কে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। চোগলখোরি একটি কবীরা গুনাহ। তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন:

واسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু"(সূরা নিসা: ১০৬)।

وَمَنْ يُعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"কেউ খারাপ কাজ করে বসলো অথবা নিজের উপর যুলুম করলো, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে, সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও দয়াকারী হিসাবেই পাবে" (সূরা নিসা: ১১০)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

وَإِنِّي لَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ .

"নিশ্চয় আমি আল্লাহর নিকট দৈনিক এক শত বার ক্ষমা প্রার্থনা করি, তওবা করি"(মুসলিম)

وَاللَّهِ إِنِّي لَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَآتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً .

"আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই প্রতি দিন আল্লাহর নিকট সত্তর বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তওবা করি"(বুখারী)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمْ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি সদাসর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে (আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ে), আল্লাহ তাকে প্রতিটি কষ্টকর অবস্থা ও প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির পথ করে দিবেন এবং তাকে তার অকল্পনীয় উৎস থেকে রিযিক দান করবেন"(আবু দাউদ)

গীবতের ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি-

গীবতের ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি নিচে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো-
গীবতের গুনাহ যেমন বড় তেমনি এর পরিণতিও খুবই ভয়াবহ। এটা বুঝানোর জন্য রাসূল সা. গীবতকারীদের ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

১। ইহকালীন শাস্তিঃ-

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ لا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ " .

"হযরত আবূ বারযাহ আল-আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, হে সেসব লোক! যারা কেবল মুখেই ঈমান এনেছো কিন্তু ঈমান অন্তরে প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলিমদের গীবত করবে না ও দোষত্রুটি তালাশ করবে না। কারণ যারা তাদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়াবে আল্লাহও তাদের দোষত্রুটি খুঁজবেন। আর আল্লাহ কারো দোষত্রুটি তালাশ করলে তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপদস্থ করে ছাড়বেন"
(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৮৮০)

২। পরকালীন শাস্তিঃ-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ لَيْسَ فِيهِ أَنَسٌ

"হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, মি'রাজের রাতে আমি এমন এক কওমের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম যাদের নখগুলো তামার তৈরী এবং তা দিয়ে তারা অনবরত তাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে আচড় মারছে। আমি বললাম, হে জিবরাইল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সেসব লোক যারা মানুষের গোশত খেতো, অর্থাৎ মানুষের গীবত করতো

এবং মানুষের ইজ্জতের উপর হামলা করতো। এবং তাদের মানসম্মানে আঘাত হানতো"। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৮৭৮)

৩। উভয় শাস্তিঃ-

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً 11 عليه وسلم قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِيَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"হযরত আল-মুসতাওরিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের গীবত করতে করতে এক লোকমা ভক্ষন করবে আল্লাহ তাকে এজন্য জাহান্নাম হতে সমপরিমাণ ভক্ষন করাবেন। আর যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের দোষত্রুটি বর্ণনা করতে করতে পোশাক পরবে, আল্লাহ তাকে অনুরূপ জাহন্নামের পোশাক পরাবেন। আর যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির (কুৎসা) রটিয়ে খ্যাতি ও প্রদর্শনীর স্তরে পৌছবে, মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তাকে ঐ খ্যাতি ও প্রদর্শনীর জায়গাতেই (জাহান্নামে) স্থান দিবেন।(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৮৮১)

আর গীবতের ক্ষতিসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো- যার গীবত করা হয় তার আমলনামায় গীবতকারীর সওয়াব চলে যায়।
উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, "নিশ্চয়ই কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার কাছে মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বাধিক নিকৃষ্ট সেই লোক হবে, যাকে মানুষ তার অনিষ্টের ভয়ে ত্যাগ করেছে"। [বুখারি,মুসলিম]

গীবতের বৈধ পন্থা-

যেসব ক্ষেত্রে গীবত করা বৈধ, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে পুণ্যের কাজ এবং যেসব ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত গীবত করার অনুমতি দিয়েছে এখানে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

[আল্লামা ইমাম নববী (র) সহীহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থে, ইমাম গাযালী (র) ইহয়া উলুমিদ-দীন ও কীমিয়া সাআদাত গ্রন্থদ্বয়ে, সাফুরী (র) নুযহাতুল মাজালিস গ্রন্থে, ফাকিহী (র) মাতালিবুল মুমিনীন গ্রন্থে এবং বালখী আইনুল ইলম গ্রন্থে গীবতের ছয়টি পন্থা বৈধ বলেছেন। আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (র) রদ্দুল মুহতার গ্রন্থে আরও চারটি পন্থা বৈধ বলে, গীবতের সংখ্যা দশে উন্নীত করেছেন]।

১) কোন ব্যক্তি বিচারক, মুফতী, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা পদস্থ কোন কর্মকর্তার জুলুমের শিকার হলে সে রাজ-দরবারে তার প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারবে। কারণ রাজ-দরবারে জালেমের গীবত না করলে সে প্রতিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে। উপরন্ত নালিশের কারণে শাসনকর্তা জালেম কর্মকর্তাকে অপসারণ করে তদস্থলে ন্যায়পরায়ণ কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন এবং ফলে নিরীহ লোকেরা জুলুমের হাত থেকে রেহাই পাবে। অতএব, এই উপকারিতার কারণে উপরোক্ত প্রকারের গীবত বৈধ।
শোবা (র) বলেন, জালেমের বিরুদ্ধে নালিশ করা অথবা কোন পাপাচারী সম্পর্কে লোকদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তার গীবত করা বৈধ, বরং জালেম ও পাপাচারীর সংসর্গ থেকে লোকদের দূরে রাখার জন্য তাদের দোষত্রুটি বর্ণনা করা গীবত নয় (বায়হাকীর বরাতে আদ-দুররুল মানছুর)। উপরোক্ত বিষয়ে ইমাম গাযালী, সাফ্রী, বালখী ও ফাকিহী ঐক্যমত পোষণ করেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ .

"মন্দ কথার প্রচার আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে তার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র" (সূরা নিসা: ১৪৮)

আল্লাহ তায়ালার বাণী 'লা ইউহিব্বু'-এর তাৎপর্য এই যে, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কোন পাপের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিলে আল্লাহ তায়ালা তা প্রকাশকারীকে শাস্তি দিবেন।

'আল-জাহরা বিস-সূ' অর্থ বদদোয়াও হতে পারে। যেমন ইমাম রাযী (র) তাফসীরে কবীরে ইবনে আব্বাস (রা)-র বরাতে লিখেছেন,
তখন আয়াতের অর্থ হবে, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপর ব্যক্তির বদদোয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে যে ব্যক্তি জুলুমের শিকার হয়েছে সে জালেমকে বদদোয়া করলে তা বৈধ হবে। অথবা শব্দটির অর্থ দোষ বর্ণনা করাও হতে পারে। যেমন, আল্লামা বাগাবী (র) মুজাহিদ (র)-এর বরাতে নকল করেছেন- অথবা উভয় অর্থই হতে পারে, যেমন তাফসীরে জালালায়নে গ্রহণ করা হয়েছে। তখন আয়াতের তাৎপর্য হবে: কোন ব্যক্তি জনসমক্ষে অপর ব্যক্তির দোষক্রুটি প্রকাশ করলে অথবা তাকে বদদোয়া করলে আল্লাহ তায়ালা দোষ চর্চাকারী ও বদদোয়াকারীকে শাস্তি দিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি জুলুমের শিকার হয়েছে সে জালেমকে বদদোয়া করলে বা তার গীবত করলে সেটা বৈধ হবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি কতক লোকের মেহমান হতে চাইলে তারা তাকে মেহমান হিসাবে স্বাগত জানায়নি। সে প্রকাশ্যে তাদের বদনাম করলো। তার এই আচরণে সাহাবায়ে কেরাম (রা) অসন্তুষ্ট হলেন এবং তার প্রতি ক্ষেপে গেলেন। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় এবং আল্লাহ তায়ালা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে গীবত করার অনুমতি দান করেন। (এই ঘটনা মুসনাদে আবদুর রাযযাকে মুজাহিদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে এবং কাযী সানাউল্লাহ পানিপতিও তাফসীরে মাযহারীতে তা নকল করেছেন)।

হাদরামাওতের এক ব্যক্তি কিন্দা গোত্রের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এই মর্মে অভিযোগ করলো যে, শেষোক্ত ব্যক্তির পিতা প্রথমোক্ত ব্যক্তির এক খণ্ড জমি জবরদখল করে নিয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে শরীআতের বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন (আবু দাউদ)।

২) কোন ব্যক্তি কোন দোষের কাজে বা পাপাচারে লিপ্ত থাকলে সেই সম্পর্কে এমন ব্যক্তিকে অবহিত করা গীবত হবে না, যে তাকে বারণ করতে পারবে, উপদেশ দিতে পারবে বা তার উপর প্রভাব খাঁটিয়ে তার সংশোধন করতে পারবে। কারণ এই ধরনের গীবতের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিরই উপকার হয়। (গীবতের এই পন্থা মাতালিবুল মুমিনীন, আইনুল ইলম, সীরাতে আহমাদিয়া, রদ্দুল মুহতার, তানবীরুল আবসার, ইহয়া উলুমিদ-দীন,

নুযহাতুল মাজালিস, শারহু সহীহ মুসলিম ও মুনতাখাবুল আনফাস প্রভৃতি গ্রন্থে বৈধ বলা হয়েছে)

কুফার গভর্নর হযরত সাদ (রা)-র বিরুদ্ধে অনেক ব্যাপারে জনগণ খলীফা হযরত উমার (রা)-র নিকট নালিশ করলো। একটি অভিযোগ এই ছিল যে, তিনি উত্তমরূপে নামায পড়েন না এবং নামাযের কিরায়াত ঠিকমত পড়েন না। খলীফা তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গভর্নরের পদ থেকে বরখাস্ত করে হযরত আম্মার (রা)-কে তদস্থলে গভর্নর নিয়োগ করেন।(বুখারী, বাব কিরাআতিল ইমাম ওয়াল-মামুম)
এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, মানুষকে দোষ-ত্রুটিমুক্ত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করা বৈধ। তা না হলে হযরত উমার (রা) কুফাবাসীদের নালিশ শুনতে প্রস্তুত হতেন না। কারণ গীবত শোনাও গীবত করার সমতুল্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

الْمُسْتَمِعُ شَرِيكُ الْمُغْتَابِينَ .

"গীবত শ্রবণকারী গীবতকারীদের পাপে অংশীদার।"

সিরিয়ার গভর্নর হযরত উমার (রা)-র নিকট লিখে পাঠালেন, এখানে আবু জানদাল নামে এক ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি এই উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছিলেন যে, হযরত উমার (রা) তাকে উপদেশ দিলে হয়ত সে সংশোধন হয়ে যাবে।
উমার (রা) নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করে একটি পত্র পাঠান:
حم. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ قَابِلِ التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ .

"হা মীম। এই কিতাব (কুরআন) মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞানী আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে, তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, প্রাচুর্যময়। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন" (সূরা মুমিন: ১-৩)।

আবু জানদাল পত্রান্তরে উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন এবং মদ্যপান পরিহার করে তওবা করেন (ইমাম গাযালীর ইহয়া উলুমিদ-দীন, অধ্যায় গীবত)।

৩) লজ্জা দিয়ে পাপ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে গীবত করা জায়েয। কোন ব্যক্তি কোন দোষের কাজে লিপ্ত থাকলে এই উদ্দেশ্যে তার গীবত করা বৈধ যে, তার দোষের কথা

অপর ব্যক্তি জেনে ফেলেছে এ কথা জানতে পেরে সে লজ্জিত হয়ে দোষের কাজ পরিহার করবে।

এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নালিশ করলো। তিনি (স) তাকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিলেন। পুনরায় সে নালিশ করলে এবারও তিনি তাকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেন। তৃতীয়বার সে তার প্রতিবেশীর গীবত করলে তিনি (স) বলেন: তোমার ঘরের জিনিসপত্র বাইরে রাস্তায় ফেলে দাও। তোমার প্রতিবেশী তা দেখে লজ্জিত হয়ে তোমাকে কষ্ট দেয়া ত্যাগ করবে। সত্যিই সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথামত নিজের ঘরের মালপত্র রাস্তায় ফেলে দিল। লোকেরা রাস্তা অতিক্রমকালে তাকে মালপত্র রাস্তায় নিক্ষেপের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে যে, তার প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দিচ্ছে। প্রতিবেশীর কানে এ খবর পৌঁছলে সে লজ্জিত হয় এবং প্রতিবেশীর নিকট উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয় (ইহয়া উলুমিদ দীন, হুকুকুল জাওয়ার অধ্যায়)

৪) কোন আলেম বা মুফতীর নিকট মাসআলা জানার উদ্দেশ্যে তার প্লট তৈরি করার জন্য কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করলে তাতে কোন দোষ নেই। যেমন, কোন ব্যক্তি বললো যে, তার পিতা মারা গেছে এবং তার পিতার নিযুক্ত ওসী তাকে ঠিকমত খরচপাতি দিচ্ছে না। এই অবস্থায় আমাকে ফতোয়া দান করুন।(ইহয়া উলূমিদ্দীন, নুযহাতুল মাজালিস, শারহু সহীহ মুসলিম, রদ্দুল মুহতার প্রভৃতি গ্রন্থে গীবতের এই পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে)

আবু সুফিয়ান (রা)-র স্ত্রী হিন্দ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে গীবত করলো যে, তিনি খুব কৃপণ এবং স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ ঠিকমত দেন না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি তার অজান্তে তার মাল থেকে প্রয়োজন পরিমাণ ভরণপোষণ নিয়ে নাও। (সহীহ বুখারী, কিতাবুন নাফাকা)

৫) কোন আলেম, মুফতীর নিকট কোন ব্যক্তির দোষত্রুটি এই উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা যে, তিনি তাকে উপদেশ দান করবেন। ফলে সে সংশোধন হয়ে যাবে। গীবতের এই পন্থাও বৈধ। সাহাবায়ে কেরাম (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে লোকদের দোষত্রুটি বর্ণনা করতেন কিন্তু তার দ্বারা মুসলমানদের অপমান করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল

না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নসীহত করবেন এবং ফলে সে সংশোধন হয়ে যাবে।

৬) কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত থাকলে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তাঁর গীবত করা বৈধ। যেমন কোন ব্যক্তি নামায পড়ে না অথবা লোকদের উপর জুলুম করে অথবা মদ পান করে ইত্যাদি। এজন্যই সাধক ও আলেমগণ স্বৈরাচারী শাসকের গীবত করেন।(নুযহাতুল মাজালিস, রদ্দুল মুহতার, শারহু সহীহ মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রকারের গীবত বৈধ বলা হয়েছে)

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা(র)বলেন,
তিন ব্যক্তির গীবত করা বৈধ: জালেম শাসক, প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি, বিদআতী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তি যে অন্যদেরও বিদআত শিখায় (বায়হাকী থেকে দুররুল মানছুর গ্রন্থে)। হাসান বসরী (র)-ও অনুরূপ কথা বলেছেন (ইহয়া উলূমিদ্দীন)।

ফকীহ আবুল লাইস সামারকান্দী (র) বলেন,
গীবত চার প্রকার: (১)এক ব্যক্তিকে গীবত করতে দেখে অপর ব্যক্তি তাকে বললো, গীবত করো না। সে বললো, এটা গীবত নয়, আমি তার যথার্থ দোষক্রটি বর্ণনা করছি। এই অবস্থায় গীবতকারী কাফের হয়ে যায়। কারণ হারামকে হালাল বলা কুফর।
(২)কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে এমন ভাষায় তার গীবত করলো যাতে শ্রোতারা বুঝে ফেললো যে, সে কার গীবত করছে। এই পন্থায় গীবতকারী মুনাফিক। কারণ বাহ্যত সে গীবত পরিহার করলেও মূলত গীবতে লিপ্ত রয়েছে।
(৩)কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে তার গীবত করলো এবং সে জানে যে, গীবত করা খারাপ। এই অবস্থায় সে গুনাহগার হবে।
(৪)কোন পাপাচারী ফাসেকের গীবত করা সওয়াবের কাজ। কারণ লোকেরা ফাসেকের এই বদনামি শুনে তার সম্পর্কে সতর্ক হতে পারবে।

গ্রন্থকার বলেন, ফাসেক ব্যক্তির গীবত করা দুইটি কারণে বৈধঃ (১) সে লোকমুখে তার দুর্নামের কথা শুনতে পেয়ে লজ্জিত হয়ে হয়তো পাপাচার থেকে বিরত হবে।
(২) আল্লাহর দৃষ্টিতে ফাসেকের কোন মর্যাদা নেই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

اذا مُدحَ الْفَاسِقُ غَضَبَ الرَّبُّ تَعَالَى .

"যখন পাপাচারী ফাসেকের প্রশংসা করা হয় তখন মহান প্রভু অসন্তুষ্ট হন" (বায়হাকীর সূত্রে মিশকাতুল মাসাবীহ, বাব হিফজুল-লিসান)

৭) এক ব্যক্তির দ্বারা অপর ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু সে অবহিত নয় যে, তার দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই অবস্থায় তার গীবত করা বৈধ, যাতে সে অন্য লোকের ক্ষতির কারণ না হয়।(ইহয়া উলূমিদ্দীন, নুযহাততুল মাজালিস, মাতালিবুল মুমিনীন, রদ্দুল মুহতার, শারহু সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে গীবতের এই শ্রেণীকে অনুমোদন করা হয়েছে)
যেমন কোন ব্যক্তি গোপনে পাপাচারে লিপ্ত আছে এবং কোন আলেম ব্যক্তি তার সাথে উঠাবসা করছে। এই অবস্থায় তার সাথে উঠাবসা করার কারণে হয়ত কখনও আলেম ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং লোকদের সতর্ক করার জন্য তার দোষত্রুটি প্রকাশ করে দেওয়া বৈধ। অথবা কোন ব্যক্তি এর কথা ওর কানে এবং ওর কথা এর কানে দিয়ে মানুষের মধ্যে বিবাদ বাধায়। এই অবস্থায় তার গীবত করা বৈধ। অথবা বিচারকের আদালতে কেউ মোকদ্দমা দায়ের করলো। বিবাদী সাক্ষীগণের মিথ্যাচার, দোষত্রুটি ও অযোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত। এই অবস্থায় আদালতের সামনে তাদের স্বরূপ প্রকাশ করে দেওয়া বিবাদীর জন্য বৈধ।

তবে মনে রাখতে হবে, কোন ব্যক্তি গোপনে কোন খারাপ কাজে লিপ্ত থাকলে এবং তার দ্বারা অপরের কোন ক্ষতি না হলে তার গীবত করা বৈধ নয়। এ জাতীয় দোষ ত্রুটি প্রকাশ করে দিলে আল্লাহ তায়ালাও মানুষের সামনে দোষ প্রকাশকারীকে অপমানিত করবেন।(ইহয়া উলূমিদ্দীন)।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:
مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ

عورَةَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْتَضِحَ بِهَا فِي بَيْتِهِ .

"যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষত্রুটি গোপন রাখে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন। যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইয়ের দোষত্রুটি প্রকাশ করে দেয় আল্লাহ তায়ালা তার দোষত্রুটি প্রকাশ করে দিবেন, এমনকি তার ঘরেও তার দোষচর্চা হতে থাকবে"(নুযহাতুল মাজালিস, বাবুল ইহসান ইলাল ইয়াতীম)।

لا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا في الدُّنْيَا الأَسَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"কোন বান্দা পৃথিবীতে অপর বান্দার দোষত্রুটি আড়াল করে রাখলে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি আড়াল করে রাখবেন" (সহীহ মুসলিম)।

৮) যে ব্যক্তি নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে পাপ কাজ করে বেড়ায় এবং কেউ সমালোচনা করলে বা সতর্ক করলে তার কোন প্রভাব তার উপর পতিত হয় না এই ধরনের লোকের গীবত করা বৈধ।

এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়নমণি হযরত হুসাইন (রা)-এর হত্যাকারীদের গীবত করতেন এবং তাদের ভৎসনা করতেন। কারণ তারা ছিল নির্লজ্জ এবং তারা নিজেদের দোষকে পরিপক্ক বুদ্ধির কাজ মনে করতো।(গীবতের এই পন্থাকে ইহয়া উলূমিদ-দীন, আইনুল ইলম, দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, মাতালিবুল মুমিনীন ও সীরাতে আহমাদিয়া গ্রন্থে অনুমোদন করা হয়েছে)

➤من القى جِلْبَابَ الْحَيَاء فَلَا غَيْبَةَ لَهُ.

"যে ব্যক্তি লজ্জার আবরণ ছিন্ন করলো তার দোষচর্চা গীবত নয়" (মোল্লা আলী আল-কারীর শারহু আইনুল ইলম)

শেখ সাদী (র) বলেন, তিন ব্যক্তির গীবত করা বৈধ: বেহায়া, স্বৈরাচারী শাসক এবং যার গোপন পাপাচার অন্যদের ক্ষতির কারণ হয়।

ইমাম হুসাইন (রা)-এর শাহাদাত লাভের পর ইরাকের এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করলো, পরিধেয় বস্ত্রে মশা-মাছির রক্ত লেগে গেলে সেই বস্ত্রে নামায হবে কি না।

ইবনে উমার (রা) হুসাইন (রা)-র হত্যাকারীদের অভিসম্পাৎ করে বলেন,

আল্লাহু আকবার! এই ইরাকীরা এতটা খোদাভীরু হয়ে গেল যে, মশা-মাছির রক্ত সম্পর্কেও সতর্কতা অবলম্বন করছে। অথচ তারাই ইমামকে হত্যা করে তাঁর রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ "হাসান ও হুসাইন এই পৃথিবীতে আমার দু'টি ফুল" (জামে আত-তিরমিযী, বাব মানাকিবিল হাসান ওয়াল হুসায়েন)

৯) দুঃখ ও আক্ষেপের আকারে গীবত করা বৈধ। (খিযানাতুর রিওয়ায়াত, তানবীরুল বাসাইর, রদ্দুল মুহতার ও সীরাতে আহমাদিয়া গ্রন্থে এই প্রকারের গীবত অনুমোদন করা হয়েছে) যেমন আফসোস! অমুক ব্যক্তি নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, যাকাত দেয় না। কারো কোন খারাপ কাজে আক্ষেপ করা উত্তম। কোন মুসলমানকে শয়তানের নিকট পরাজিত হয়ে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখে তার অবস্থার প্রতি করুণা প্রকাশ করা উচিত। কোন কোন কালাম শাস্ত্রবিদ বলেন, কোন ব্যক্তির দোষত্রুটি চর্চা করে তাকে অপমানিত করলে তা গীবত হিসাবে গণ্য হবে, তবে আফসোস প্রকাশ করা হলে তা গীবত হবে না(খিযানাতুর রিওয়ায়াত)

১০) কোন ব্যক্তির নামোল্লেখ না করে তার গীবত করা বৈধ।(বাযযাযিয়া, সীরাতে আহমাদিয়া, দুররুল মুখতার, খিযানাতুর রিওয়ায়াত ও তামবীহুল গাফিলীন গ্রন্থে এই পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে)

গীবত পরিহার ইবাদতের চেয়ে উত্তম-

কোন কোন তাবিঈ বলেছেন, আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের লক্ষ্য করেছি যে, তাঁরা গীবত প্রতিহত করাকে নামায-রোযার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করতেন (ইহয়া উলূমিদ্দীন)।
তা সত্ত্বেও নামায সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত এবং কোন কোন মনীষী রোযাকে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদতসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রা) কয়েকটি কারণে গীবত পরিহার করাকে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করতেন।

যেমন, নামায-রোযা আল্লাহ তায়ালার এমন ইবাদত যা পরিত্যাগ করলে কেবল আল্লাহর অসন্তোষের শিকার হতে হবে। কিন্তু গীবতের বেলায় আল্লাহর নির্দেশ লংঘিত হয় এবং বান্দার অধিকারও খর্ব হয়। আল্লাহর নাফরমানি ক্ষমাযোগ্য। কারণ তিনি বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ ও করুণাময়। এমনকি তিনি তাঁর নাফরমান কাফের বান্দাদেরও সুখশান্তি দান করেন। গুনাহগার বান্দা দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলে, অনুতপ্ত হলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গীবত এমন একটি পাপাচার যে, তাতে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলেই পাপমুক্ত হতে পারে না। গীবতকারী যতক্ষণ গীবতকৃত

ব্যক্তির নিকট ক্ষমা না চাইবে, ততক্ষণ আল্লাহ পাক তার পাপ ক্ষমা করবেন না। কারণ সে গীবত করে এক ব্যক্তির মান-সম্মানে আঘাত হেনেছে।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبوا الاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ

"অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সূদের পাপের চেয়েও মারাত্মক" (বায়হাকী)

দ্বিতীয়তঃ পাপাচার ত্যাগ করা ইবাদত করার চাইতে অধিক ফযীলাতপূর্ণ। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি ইবাদত করে না কিন্তু শরীআতে নিষিদ্ধ পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখে, সে এমন ব্যক্তির চেয়ে উত্তম যে ইবাদতও করে এবং সগীরা-কবীরা সব গুনাহেও লিপ্ত থাকে। বিশেষত, সেই সব গুনাহে যা গীবতের মত নিকৃষ্ট। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, এক ব্যক্তি প্রচুর ইবাদতও করে আবার প্রচুর পাপাচারেও লিপ্ত থাকে এবং অপর ব্যক্তি কম ইবাদত করে এবং পাপাচারেও কম লিপ্ত হয়, এদের মধ্যে কে উত্তম? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কম ইবাদত করে এবং কম পাপ করে।(তামবীহুল গাফিলীন)

তৃতীয়তঃ প্রতিটি পাপাচারই ব্যাধি। যে ব্যাধির প্রতিশেধক সম্পর্কে লোকেরা অবহিত সেই ব্যাধি কম মারাত্মক। কিন্তু যে ব্যাধির প্রতিশেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি তা অধিক মারাত্মক। তা থেকে নিরাময় লাভ করা দুষ্কর। গীবত এমন একটি রোগ যার প্রতিশেধক মানুষের জানা নাই। কারণ গীবতে যে, কি পরিমাণ ক্ষতি হয় তা মানুষ অনুমান করতে পারে না।

তাই আমাদের বাকযন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ গীবতের মত ধ্বংসাত্মক গুনাহসহ অধিকাংশ গুনাহ আমাদের মুখের দ্বারা সংঘটিত হয়।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জিহ্বা স্পর্শ করে বলেন: 'এটা এমন একটি অঙ্গ যার সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যক্তির খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন'(ইবনে মাজাহ)।
অপর এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَنْ وَقَاهُ اللّٰهُ شَرّ اثْنَيْنِ وَلَجَ الْجَنَّةَ .

"আল্লাহ যাকে দু'টি জিনিস থেকে বাঁচাবেন সে জান্নাতের অধিকারী হবে।"
সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কি? তিনি বলেনঃ

مَا بَيْنَ الحُبَيهِ وَمَا بَيْنَ رَجُلَيه .

“একটি হলো দুই ঠোঁটের মাঝখানের জিনিস (জিহ্বা) এবং অপরটি হলো দুই পায়ের মাঝখানের জিনিস (যৌনাঙ্গ)”(মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)।

লোকেরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, “কোন্ জিনিসের কারণে মানুষ দোযখে যায়। তিনি বলেন: দুটি অঙ্গের কারণে-‘মুখ ও যৌনাঙ্গ”। (ইবনে মাজাহ)

لا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ اخْوَانًا .

“তোমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, গীবত করো না এবং পার্থিব মোহে বিভোর হয়ে পড়ো না। আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে যাও” (হাকেম, অধ্যায়-কিতাবুল বির ওয়াস-সিলাহ)।

গীবত ত্যাগের উপকারিতা-

গীবত পরিহার করা এবং বাকশক্তিকে মানুষের নিন্দা করা থেকে বিরত রাখার মধ্যে অনেক বড় বড় উপকারিতা রয়েছে। গীবত ত্যাগকারী অনেক সম্মানের অধিকারী হয়।
গীবত পরিত্যাগের কিছু উপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. গীবত করা মুসলমানের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করে সে এক জঘন্য পাপ থেকে বেঁচে যায়।

২. গীবত করা যেনায় লিপ্ত হওয়ার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। অতএব, যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে যেনার চাইতে মারাত্মক একটি অপরাধ থেকে নিজেকে রক্ষা করলো।

৩. গীবতের ফলে রোযার মত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তি গীবত পরিহার করলো, সে তার রোযাকে রক্ষা করলো।

৪. গীবতের দ্বারা উযুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য হানাফী মাযহাব মতে কোন ব্যক্তি উযু করার পর গীবতে লিপ্ত হলে বা মিথ্যা বললে, তার পুনরায় উযু করা উচিত। ইবরাহীম নাখঈ (র)

বলেন, “দু’টি কারণে উযু নষ্ট হয়।''পায়খানা-পেশাবের রাস্তা দিয়ে কিছু নির্গত হলে এবং কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলে।(বায়হাকী)''

“আয়েশা (রা) বলেন, ঘুমের দ্বারা যেভাবে উযু নষ্ট হয়, তেমনিভাবে মিথ্যাচার ও গীবতের কারণেও উযু নষ্ট হয়ে যায় (দুররে মানছুর)”।

অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে নিজের উযুকে রক্ষা করলো। যে উযু ছাড়া নামায পড়া যায় না, কুরআন স্পর্শ করা যায় না।

৫. গীবত ত্যাগের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে অর্থাৎ কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে যেতে পারে। কুরআন মাজীদে গীবতকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

৬. গীবতের মাধ্যমে গীবতকারী অপর ব্যক্তিকে আহত করে।সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আমি কোন ব্যক্তির গীবত করার চেয়ে তাকে তীর দিয়ে আহত করাটা সহজতর অপরাধ মনে করি। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে অন্যকে আহত করা থেকে বিরত থাকলো।

৭. যে ব্যক্তি নিজের বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে না এবং মানুষের গীবত করে বেড়ায় সে পরিশেষে অপমানিত হয়। অতএব, গীবত ত্যাগ করে নিজেকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানো যায়।

৮. কোন ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করে নিজের অন্তরাত্মাকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُقْطَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ

“মুমিন ব্যক্তি যখন কোন গুনাহের কাজ করে তখন তার অন্তরাত্মায় একটি কালো দাগ পড়ে যায়”।(ইবনে মাজাহ)।

অতএব, কোন ব্যক্তি গীবত পরিহার করলে তার অন্তরে দাগ পড়তে পারে না। ফলে তার অন্তর নির্মল ও স্বচ্ছ থাকে।

৯. যে ব্যক্তি গীবত করে না সে কিয়ামতের দিন লজ্জিত ও অপমানিত হবে না। কারণ সে মানুষের মান-সম্মানে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকেছে।

গীবত থেকে বাঁচার উপায়-

গীবত দুরারোগ্য ব্যাধির ন্যায়। গীবতের রোগ মরণ ব্যাধি ক্যান্সার অপেক্ষাও ভয়াবহ। ক্যান্সার মানুষের শরীর নিঃশেষ করে দেয়, আর গীবত কর্মফল ধ্বংস করে দেয়। দুনিয়াতে তাকে অপদস্থ করে এবং পরকালে সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে। অথচ আমরা নিত্যদিন গীবত করার মাধ্যমে আমাদের অতি আদরের দেহটাকে আগুনের খোরাক বানাচ্ছি। সুতরাং, জীবদ্দশাতেই গীবত ও পরনিন্দা থেকে বাঁচার পথ খুঁজে নিতে হবে। নিম্নে আমরা গীবত থেকে পরিত্রাণ লাভের কতিপয় উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করব।

১. গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত হওয়া :

গীবত থেকে বাঁচার জন্য সর্বপ্রথম এর ভয়াহতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরূরী। কারণ, কোন কিছুর ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সেই ক্ষতিকারক বিষয় থেকে সতর্ক থাকা যায় না। সুতরাং, গীবত যে ভয়াবহ পাপ সেটা যদি কেউ না জানে এবং গীবতের স্বরূপ তার কাছে অস্পষ্ট থাকে, তবে তার মাধ্যমে গীবতের পাপ হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু, সে যদি জানে গীবত সাধারণ কোন কাবীরা গুনাহ নয়, এটা যেনা-ব্যভিচার, সূদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতির চেয়েও মারাত্মক। এই পরনিন্দা ঋণের মতো, যা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। যার দোষ-চর্চা করা হয়, ক্বিয়ামতের দিন তাকে নিজের কষ্টার্জিত আমলের নেকী ও সওয়াব বাধ্য হয়ে দিতে হবে। আর যদি নিজের নেকী না থাকে, তবে সেই ব্যক্তির পাপের বোঝা গীবতকারীর উপরে চাঁপিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে উল্টোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এসব বিষয় কেউ অবহিত হ'লে তার জন্য গীবত পরিহার করা অনেকটা সহজ হবে।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন,

عَلَيْكُمْ بِذِكْرِ اللهِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ، وَإِيَّاكُمْ وَذِكْرَ النَّاسِ فَإِنَّهُ دَاءٌ،

“তোমরা আল্লাহর যিকিরে নিমগ্ন থাকো, কেননা এটা (অন্তরের) প্রতিষেধক। আর অবশ্যই মানুষের দোষ চর্চা করা থেকে সাবধান থাকবে, কেননা এটা একটা রোগ” ।[আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, পৃ. ১০১]

গীবত থেকে সবাইকে বাঁচতে হবে। কেননা তা কর্মফল নষ্টকারী।

যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেছেন,

فر من المغتاب فرارك من الأسد،

"তুমি বাঘ থেকে যেভাবে পলায়ণ করো, গীবতকারী থেকে সেভাবে পালিয়ে যাও’। [ড.আব্দুল মুহসিন ক্বাসেম, খুতুওয়াতুন ইলাস সা‘আদাহ, পৃ. ১১৬]

২. জিহবার হেফাযত করা :

জিহবা ঘটিত পাপগুলো খুব সহজে করা হয়। ফলে এর ভয়াবহতাও বেশী। গীবত মূলত জিহবার মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ،

‘'মানুষ কখনো এমন কথাও বলে, যে কথার ব্যাপারে সে অসুবিধার কিছু মনে করে না, অথচ এই কথার কারণে তাকে সত্তর বছর জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে’'। [তিরমিযী হা/২৩১৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭০, সনদ সহীহ]

তাই রাসূলুল্লাহ(সা)বিভিন্ন হাদীসে জিহবা সংযত করার ব্যাপারে জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন। উক্ববাহ ইবনে আমের (রাঃ) বলেন,

আমি রাসূলুল্লাহ(সা)-কে বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সা)! নাজাতের উপায় কি? তিনি বললেন-

يَا عُقْبَةُ، أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، ‘

''হে উক্ববাহ! তুমি নিজ জিহবাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো। তোমার ঘর প্রশস্ত রাখো (অর্থাৎ, অবসরে নিজ গৃহে অবস্থান কর।) আর নিজের পাপের জন্য ক্রন্দন করো'' [তাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/৭৪১; সহীহুত তারগীব হা/২৭৪১, সনদ সহীহ লিগাইরিহী]

একবার তিনি মু‘আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে উপদেশ দিতে গিয়ে নিজ জিহবাটিকে টেনে ধরে বলেন, كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا ‘ ''তোমার এটিকে সংযত রাখো''।

মু‘আয (রা) বললেন,

يَا نَبِيَّ اللهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟

“হে আল্লাহর নবী! আমরা যে কথা বলি তার জন্যও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন,

ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، ‘

''তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, হে মু'আয! মানুষের জিহবা ঘটিত পাপগুলোই তাদেরকে মুখ বা নাকের উপর উল্টোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে' [তিরমিযী হা/২৬১৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৩, মিশকাত হা/২৯, সনদ সহীহ।]

সুতরাং, কথা বলার আগে ভাবতে হবে, যে কথাটি বলা হবে তা আদৌ উচিত হবে কি-না। আগে চিন্তা করতে হবে উচ্চারিত কথাগুলো গীবত হচ্ছে কি-না। কেননা অন্তরের ভাবনাগুলোই মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে। ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয (রহঃ) বলেন,
القلوب كالقدور في الصدور تغلي بما فيها، ومغارفها ألسنتها، فانتظر الرجل حتى يتكلم فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه من بين حلو وحامض، وعذب وأجاج، يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه،

''অন্তরের উপমা হ'ল বক্ষস্থিত বড় পাতিলের মত, তাতে যা থাকে তা সিদ্ধ হয়। আর জিহবা হ'ল সেই পাতিলেন চামচ। সুতরাং ব্যক্তির আলাপচারিতা তুমি একটু খেয়াল করে দেখো। কেননা তার হৃদয়ে টক-মিষ্টি, মিঠা-লোনা যাই থাক না কেন, জিহবার চামচ দিয়ে তোমাকে তাই সে পরিবেশন করবে এবং তার কথার মাধ্যমে তোমাকে তার হৃদয়ের স্বাদ সম্পর্কেও অবহিত করবে''।[আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ১০/৬৩]
সুতরাং, অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করতে পারলে, জিহবা সংযত করার রাস্তাটাও সহজ হয়ে যাবে।

৩. কল্যাণকর কথা বলা নতুবা চুপ থাকা :

অধিকাংশ গীবত কথা-বার্তার মাধ্যমে হয়ে থাকে। সেজন্য প্রয়োজনীয় কথা বলা ছাড়া মুখটাকে বন্ধ রাখতে পারলে নানা পাপ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ(সা)বলেছেন,
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، '

''যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে'। [বুখারী হা/৬১৩৬; মুসলিম হা/৪৭; মিশকাত হা/৪২৪৩]
অর্থাৎ, ক্ষেত্র বিশেষে চুপ থাকাও ইবাদতে পরিণত হ'তে পারে। এক ব্যক্তি সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে বললেন, 'আমাকে নসিহত করুন। তিনি বললেন, 'কোন কথা বলবে না'। লোকটি বলল, সমাজে বসবাস করে কেউ কি কথা না বলে থাকতে পারে?
উত্তরে তিনি বললেন, فَإِنْ تَكَلَّمْتَ، فَتَكَلَّمْ بِحَقٍّ أَوِ اسْكُتْ، '
"যদি কথা বলতেই হয়, তবে সঠিক কথা বলো অথবা চুপ থাকো'।[ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৩৪০]

রাসূলুল্লাহ(সা) বলেছেন,

إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ سَالِمًا مَا
سَكَتَّ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، '

"তুমি যতক্ষণ চুপ থাকবে, ততক্ষণ নিরাপদ থাকবে। আর যখন কথা বলবে, তখন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে (হিসাব) লেখা শুরু হবে’। [মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১৮১৫৬; সহীহুত তারগীব হা/২৮৬৬, সনদ হাসান]

আল্লাহ তায়া’লা বলেন,

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ '

“সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে'' [সুরা ক্বা-ফ আয়াত-১৮]

অর্থাৎ, আমাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত প্রত্যেক শব্দ, বর্ণ ও বাক্য পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখে রাখা হয়। সেজন্য, প্রতিদিন সকালে আদম সন্তানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার জিহবাকে সর্তক করে বলে-

اتَّقِ اللهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا،

"আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আমরা তোমারই অনুগত। তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকবো। আর তুমি বক্র পথে চলে গেলে আমরাও পথচ্যুত হয়ে যাব’। [তিরমিযী হা/২৪০৭; মিশকাত হা/৪৮৩৮, সনদ হাসান]

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন,

,اللِّسَانُ أَمِيرُ الْبَدَنِ، فَإِذَا جَنَى عَلَى الْأَعْضَاءِ بِشَيْءٍ جَنَتْ، وَإِنْ عَفَّ عَفَّتْ،

“জিহবা হ’ল দেহের আমীর। যখন জিহবা কোন অপরাধ করে, তখন অন্যান্য অঙ্গও অপরাধ করে। আর জিহবা যখন নিষ্কলুষ থাকে, তখন অন্যান্য অঙ্গও পরিচ্ছন্ন থাকে’।[ইবনু আবীদ্দুনয়া, আস-সাম্ত, পৃ.৬৯]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন,

,وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا عَلَى الْأَرْضِ أَحَقُّ بِطُولِ سِجْنٍ مِنَ اللِّسَانِ،

"আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। যমীনের বুকে দীর্ঘ সময় কারাগারে রাখার মতো জিহবার চেয়ে উপযুক্ত কোন বস্তু নেই'। [আল-বাহরুল মুহীত্ব ২/১৭৪]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'জিহবা বান্দার যাবতীয় গুনাহের অন্যতম প্রবেশদ্বার। কথার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায় হলো- চুপ থাকা বা মুখ দিয়ে অনর্থক কোন কথা উচ্চারণ না করা। কেউ যদি জিহবার পাপ থেকে নিরাপদ থাকতে চায়, তবে সে যেন কথা বলার আগে একটু চিন্তা-ভাবনা করে নেয় যে, এই কথায় আমার কোন ফায়দা আছে কি-না? যদি কথাটি অনর্থক হয়ে থাকে, তবে তা বলা থেকে বিরত থাকবে, আর যদি অনর্থক না হয়, তবুও ভেবে দেখবে, আমার এই কথার কারণে এর চেয়ে উত্তম কিছু আমার হাতছাড়া হচ্ছে কি-না? যদি মুখের এই কথার কারণে উত্তম কোন কিছু হাতছাড়া হয়ে যায়, তবে এই কথা বলা থেকেও চুপ হয়ে যাবে'।[ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ১৫৮]
ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িমের উক্ত নীতির অনুসরণ করতে পারলে, গীবতের পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে।

৪.আল্লাহর যিকিরে জিহবাকে সিক্ত রাখা :

যিকির বান্দাকে গীবতের পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন রাখে। আল্লাহর স্মরণে সিক্ত জিহবা সর্বদা কল্যাণকর কাজেই ব্যস্ত থাকে। ফলে নানাবিধ পাপের পঙ্কিলতা থেকে ব্যক্তি সুরক্ষিত থাকে। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

'আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যা ও অশ্লীলতার মতো গর্হিত কথাবার্তা থেকে জিহবাকে মুক্ত রাখা যায়। মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হলো, সে চুপ থাকতে পারে না। কোন না কোন কথা তাকে বলতেই হয়। সেজন্য, আল্লাহর যিকিরে রসনাকে ব্যস্ত রাখা না হলে এবং শরী'আতের বিধি-বিধানের ব্যাপারে আলোচনা করা না হলে জিহবা হারাম ও রবের অসন্তুষ্টিমূলক কথাবার্তায় লিপ্ত হবেই। আল্লাহর যিকির ছাড়া এথেকে উত্তরণের বিকল্প কোন পথ নেই। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এ কথা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত যে, "কেউ যদি স্বীয় রসনাকে আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত রাখতে পারে, তবে সে অন্যায় কথাবার্তা থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে পারবে। আর তার জিহবা যিকির থেকে নীরস-শুষ্ক থাকলে তার জিহবা বাতিল, অনর্থক ও অশ্লীল কথা দ্বারা সিক্ত হবে"।[ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব, ১/৯৮]
সুতরাং,পরনিন্দা থেকে পরিত্রাণ লাভে করণীয় হলো, স্বীয় রসনাকে যিকিরে ব্যস্ত রাখা।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেছেন,

'الْمَحْبُوسُ مَنْ حُبِسَ قَلْبُهُ عَنْ رَبِّهِ تعالى، وَالْمَأْسُورُ مَنْ أَسَرَهُ هَوَاهُ، ',

"প্রকৃত কয়েদী তো সেই ব্যক্তি, যার অন্তর মহান রবের স্মরণ থেকে বন্দী হয়ে গেছে। প্রকৃত বন্দী তো সেই ব্যক্তি, যাকে তার প্রবৃত্তি বন্দী করে ফেলেছে'। [ইবনে তাইমিয়াহ, আল-মুস্তাদরাক 'আলা মাজমূ'ইল ফাতাওয়া, ১/১৫৪]

৫. গীবত করার সময় নেকী বিনষ্ট হওয়ার কথা মনে করা :

কারো দোষ বর্ণনা করার আগে মানুষ যদি একটু চিন্তা করে দেখে যে, আমি যে লোকের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করছি, তার কাছে আমি চিরদিনের জন্য ঋণী হয়ে যাচ্ছি। এই ঋণ নিজের কষ্টার্জিত সওয়াব প্রদান অথবা তার পাপগুলো নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে পরিশোধ করতে হবে। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষ যখন পাগলপারা হয়ে একটা নেকীর জন্য ছোটাছুটি করবে, সেই কঠিন মুহূর্তে নেকী দিয়ে গীবতের ঋণ পরিশোধ করতে হবে। সেই কঠিন মুহূর্তে নিজের সওয়াবের ঝুলি থেকে একটা নেকী অপরকে দিয়ে দেওয়া আদৌ সহজ ব্যাপার নয়। ভয়বাহ সেই দৃশ্যপট হৃদয়ের আয়নায় মেলে ধরতে পারলে, গীবত করার আগে মানুষ বারবার ভাবতে বাধ্য হবে।

এজন্য আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) বলেন,

'لو كنتُ مُغتاباً أحداً لاغتبتُ والديَ لأنهما أحقُّ بحسناتي، ',

"আমি যদি কারো গীবত করতাম, তাহ'লে আমার পিতামাতার গীবত করতাম। কারণ তারাই আমার নেকী লাভ করার অধিক হকদার'।[নববী, আল-আযকার পৃ. ৩৪০; ইবনুল মুফলিহ, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ১/২৯২]

হাসান বসরী (রহঃ)-কে বলা হলো, অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করেছে। তখন তিনি গীবতকারীর উদ্দেশ্যে এক থালা মিষ্টান্ন উপহার পাঠালেন। আর বলে দিলেন, আমি শুনেছি আপনি আমাকে আপনার কিছু নেকী হাদিয়া দিয়েছেন। বিনিময়ে আমার উপহারটুকু গ্রহণ করবেন'।[আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ১/২৯২]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেন-

العلاج من مرض الغيبة، هو أن يتذكر المغتاب تعرضه لسخط الله تعالى بغيبته، وأن يعلم أنها محبطة لحسناته يوم القيامة، فإنها تنقل حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه، بدلا عما استباحه من عرضه فإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه،

"গীবতের রোগ থেকে আরোগ্যের উপায় হলো, গীবতকারী তার নিন্দাবাদের কারণে নিজেকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির সামনে উপস্থাপন করবে। আর একথাটি ভালোভাবে জানবে যে, ক্বিয়ামতের দিন গীবত তার নেকীগুলোকে গীবতকৃত ব্যক্তির দিকে স্থানান্তর করে দিবে, সে গীবতের মাধ্যমে যার সম্মান নষ্ট করেছে। যদি তার নেকী না থাকে, তবে গীবতকৃত ব্যক্তির পাপগুলো তার উপর চাঁপিয়ে দেয়া হবে'।[মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহ্হাব, আল-কাবায়ের, পৃ. ১৪৫]

৬. গীবতকারীদের মজলিস পরিত্যাগ করা :

গীবতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে অন্যতম অনুঘটক হিসাবে কাজ করে পরিবেশ ও সঙ্গ। অনেক সময় বাধ্য হয়ে গীবত শুনতে হয়, অথচ গীবত শোনাও সমান গুনাহ। মজলিসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গল্পচ্ছলে গীবত হয়ে যায়। সেজন্য নিন্দুক ও গীবতকারীর সঙ্গ ও বৈঠক পরিত্যাগ করা উচিত। গীবতকারীকে যদি বাহ্যিক দ্বীনদারও মনে হয়, তবুও তার ব্যাপারে সতর্ক-সাবধান থাকা অপরিহার্য।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) মসজিদে সালাত আদায় করার পরে কারো সাথে কোন গল্প করতেন না। সোজা বাড়িতে চলে যেতেন। একদিন শাক্বীফ ইবনে ইবরাহীম বলখী (রহঃ) তাকে বললেন, 'আচ্ছা! আপনি তো আমাদের সাথেই সালাত আদায় করেন, কিন্তু আমাদের সাথে বসেন না কেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি ফিরে গিয়ে সাহাবী ও তাবেঈদের সাথে বসে কথা বলি'। আমরা বললাম, 'সাহাবী-তাবেঈদের আপনি কোথায় পেলেন'? তিনি বললেন, 'আমি ফিরে গিয়ে ইলম চর্চায় মনোনিবেশ করি। তখন তাদের কথা ও কর্মের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তোমাদের সাথে বসে আমি কি করব? তোমরা তো একত্রে বসলেই মানুষের গীবত করা শুরু করে দাও' [খত্বীব বাগদাদী, তাকয়ীদুল ইলম, পৃ. ১২৬; ছিফাতুছ সাফওয়াহ ৩/৩২৪]

খালীদ রাবা'ঈ (রহঃ) বলেন, একদিন আমি মসজিদে বসেছিলাম। এসময় লোকজন এক ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিলো। আমি তাদের নিষেধ করলে তারা অন্য আলোচনা শুরু করলো। তারপর তারা আবার পরনিন্দা শুরু করে দিলো। এবার আমিও তাদের সাথে কিছুটা শরীক হলাম।

ঐ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, বিরাট লম্বা এক কৃষ্ণকায় লোক আমার কাছে আসলো। তার হাতে শূকরের গোশত ভরা একটি বাটি। সে আমাকে বলল, খাও! আমি বললাম, শূকরের গোশত? আল্লাহর কসম! আমি কিছুতেই এগুলো খাবো না। তখন সে আমাকে

ভয়ানক ধমক দিয়ে বলল, তুমি তো এর চেয়েও খারাপ গোশত খেয়েছো। তারপর সে গোশতগুলো আমার মুখে চেপে ধরল। এমন সময় আমি ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠলাম। খালীদ রাবা'ঈ বলেন,

فوالله لقد مَكَثْتُ ثلاثين يوما أو أربعين يوما,
ما أكلتُ طعاما إلّا وَجَدْتُ طَعْمَ ذلك اللحم ونَتَنَهُ فِي فَمِي،

"আল্লাহর কসম! এরপর থেকে ত্রিশ বা চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমি কিছু খেলেই মুখে সেই শূকরের গোশতের দুর্গন্ধ অনুভূত হতো'।[ইবনুল আহনাফ ইয়ামানী, বুস্তানুল কুরআন ফী ই'রাবি মুশকিলাতিল কুরআন ৩/১২৮]

৭. মানুষের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা :

মানুষের দোষ-ত্রুটি যথাসম্ভব না জানার চেষ্টা করা উচিত। কারণ কারো ত্রুটি-বিচ্যুতি জানলেই তো সেটা অপরকে বলে ফেলার ক্ষেত্র তৈরী হয়। সালাফগণ কিভাবে অন্যের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করতেন, তা বোঝার জন্য একটা উদাহরণ যথেষ্ট হবে।

আবূ আলী দাক্কাক্ব (রহঃ) বলেন, 'একবার হাতিম (রহঃ)-কে এক মহিলা একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু সে সময় অসতর্কতাবশত সেই মহিলার মুখ থেকে একটি শব্দ বেরিয়ে যায়। ফলে, মহিলাটি বেশ লজ্জায় পড়ে যান। তখন হাতিম (রহঃ) বলেন, 'একটু জোরে বলুন'। আসলে তিনি বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি কানে কম শোনেন। এই ভেবে মহিলাটি খুব খুশি হন যে, তিনি কিছু শুনতে পাননি।

এই ঘটনার কারণে হাতিম (রহঃ)-কেاَلْأَصَمُّ(বধির বা শ্রবণশক্তিহীন) উপাধি দেওয়া হয়। ফলে তিনি ইতিহাসে 'হাতিম আল-আছম' নামেই পরিচিত। [খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, ৯/১৪৯; মাদারিজুস সালিকীন, ৩/৯৩]

সুতরাং, মানুষের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে হাতিম আল-'আছম (রহঃ)-এর ন্যায় হ'তে পারলে গীবতের অভ্যাস ত্যাগ করা যাবে।

৮. নিজের ভুল-ত্রুটির দিকে অধিক মনোনিবেশ করা :

মানুষ মাত্রই দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান। কারোটা প্রকাশ পায়, কারোটা পায় না। সেজন্য, নিজের দোষ-ত্রুটি নিয়ে অধিক চিন্তা করা উচিৎ। তাহ'লে ভুল সংশোধন সহজ হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন,

,إِذَا أَرَدْت أَنْ تَذْكُرَ عُيُوبَ صَاحِبِك فَاذْكُرْ عُيُوبَك، ‘

"যদি তোমার বন্ধুর ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা মনে করতে চাও, তবে নিজের দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ কর’।[ইবনু হাজার হায়তামী, আয-যাওয়াজির ২/১৮]
বকর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মুযানী (রহঃ) বলেন,
إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ مُوَلعًا بِعُيُوبِ النَّاسِ نَاسِيًا لِعَيْبِهِ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ مُكِرَ بِهِ،

''যদি তোমরা কোন ব্যক্তিকে এমন দেখো যে, সে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুলে গিয়ে শুধু অপর মানুষের দোষ-ত্রুটির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে, তবে জেনে রেখো! নিশ্চিতভাবে সে ধোঁকার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে’।[ইবনু আবিদ্দুনয়া, যাম্মুল গীবতি ওয়ান নামীমাহ, পৃ.২৩]

মূলতঃ অপরের ভুল-ত্রুটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে মনোনিবেশ করতে পারা আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত।
আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন,
, إِذَا أراد الله أَن ينقل العبد من ذل المعصية إِلَى عز الطاعة آنسه بالوحدة وأغناه بالقناعة وبصره بعيوب نَفْسه فمن أعطي ذَلِكَ فَقَدْ أعطي خير الدنيا والآخرة ‘

"আল্লাহ যখন বান্দাকে পাপের লাঞ্ছনা থেকে আনুগত্যের সম্মানের দিকে বের করে আনতে চান, তখন নির্জনতায় তাকে ঘনিষ্ঠ করে নেন, অল্পেতুষ্ট রাখার মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করেন। এবং নিজের দোষ-ত্রুটির দিকেই তার দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখেন। যাকে এই গুণ দেওয়া হয়েছে, তাকে যেন দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ দান করা হয়েছে’। [ইবনুল মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার‘ইয়াহ, ১/২২৬]

ইবনুস সাম্মাক (রহঃ) বলেন, ‘জিহবার সাহায্যে তুমি সচরাচর হিংস্রতা প্রদর্শন করে থাকো এবং গীবতের মাধ্যমে চারপাশের মানুষকে নির্মমভাবে ভক্ষণ করো। তুমি যুগ যুগ ধরে মানুষকে কষ্ট দিয়েছো। এমনকি তোমার এই হিংস্রতা থেকে কবরবাসীও রেহাই পায়নি। তুমি তাদেরও গীবত ও সমালোচনা করেছো।
এই হিংস্রতা থেকে বাঁচার জন্য তোমাকে নিম্নোক্ত তিনটি উপায়ের কোন একটি অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।–

(১)তুমি যখন তোমার ভাইয়ের এমন কোন দোষ নিয়ে সমালোচনা করবে, যা তোমার মাঝেও বিদ্যমান, তখন চিন্তা করবে, একই বিষয়ে নিজের ও অন্যের সাথে দ্বৈত আচরণের কারণে তোমার রব তোমার সাথে কেমন আচরণ করবেন?

(২)তুমি যখন কোন বিষয়ে কারো সমালোচনা করবে, তখন ভাববে এই বিষয়টি তোমার মধ্যে তার চেয়েও বেশী মাত্রায় বিদ্যমান। এটা করতে পারলে, অন্যের গীবত ও সমালোচনা থেকে বেঁচে থাকা অধিকতর সহজ হবে।

(৩)যখন তুমি কোন বিষয়ে অন্যের সমালোচনা করবে তখন চিন্তা-ভাবনা করবে যে, মহান আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তোমাকে এই দোষ থেকে মুক্ত রেখেছেন।ফলে, এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তুমি তার সমালোচনা থেকে মুক্ত থাকবে। তুমি কি এই নীতিবাক্যটি শোননি,

"ارحم أخاك واحمد الذي عافاك"

“কারো ত্রুটি দেখলে তুমি তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ো। সেই সঙ্গে ঐ সত্তার প্রশংসা করো, যিনি তোমাকে মুক্ত রেখেছেন’।[ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া, ২/১০১-১০২]

নিজের ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য না রেখে, অপরের দোষ চর্চায় মানুষ লিপ্ত হয়। যেমন, রাসূল (সা) বলেন, ‘তোমাদের কেউ অন্যের চোখের সামান্য ময়লা দেখতে পায় কিন্তু নিজের চোখের উটও (বড় ময়লা) দেখতে পায় না।[আদাবুল মুফরাদ হা/২৪০, ৩৫১; সহীহুত তারগীব হা/২৩৩১]

৯. আল্লাহর কাছে দো‘আ করা :

বান্দা নিজের অজান্তেই গীবতে লিপ্ত হয়। অনেক সময় দ্বীনদার ব্যক্তিদের মাধ্যমেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গীবত হয়ে যায়। তাই জিহবার হেফাযত অপরিহার্য।

হাসান ইবনে সালেহ (রহঃ) বলেন,

فَتَّشْتُ الوَرَعَ، فَلَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ أَقَلَّ مِنَ اللِّسَانِ

‘আমি পরহেযগারিতা অনুসন্ধান করলাম। কিন্তু জিহবার চেয়ে কম পরহেযগারিতা অন্য কোন অঙ্গে পেলাম না’।[যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৭/৩৬৮]।

এজন্য জিহবার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পাপ থেকে জিহবাকে হেফাযত করা অবশ্য কর্তব্য। আর এটা সহজসাধ্য নয়; বরং, জিহবার হেফাযত, ত্যাগ ও সাধনার ব্যাপার।

মুহাম্মাদ বিন ওয়াসে‘ (রহঃ) বলেন,

حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم، '
“দীনার-দিরহাম সংরক্ষণের চেয়ে জিহবার হেফাযত করা অত্যন্ত কঠিন' [গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৩/১১১]

গীবত থেকে স্বীয় রসনাকে হেফাযত করা খুব কঠিন, তাই এই কঠিন ব্যাপারটি আল্লাহর সহযোগিতা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই গীবত সহ জিহবার যাবতীয় পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর তাওফীক্ব কামনা করতে হবে এবং তাঁর দরবারে দো‘আ করতে হবে।

১০. গীবতের ব্যাপারে সালাফদের সতর্কতা অবগত হওয়া :
নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীনের জীবন অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তারা গীবত থেকে কিভাবে সতর্ক থাকতেন এবং কি পদক্ষেপ নিতেন, সেগুলো অবহিত হ’লে গীবত থেকে বাঁচা যাবে।
এখানে সালাফদের জীবনী থেকে কয়েকটি কাহিনী তুলে ধরা হলো।–

(১) আবুবকর (রাঃ) জিহবাকে খুবই ভয় পেতেন। একদিন ওমর (রাঃ) তাঁর কাছে আসলেন। এসে দেখেন আবুবকর (রাঃ) নিজের জিহবা ধরে টানাটানি করছেন। ওমর (রাঃ) বললেন, কি করছেন, থামুন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! তখন আবুবকর (রাঃ) বলেলেন, এই জিহবাই আমাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করেছে।[মুয়াত্তা মালেক হা/৩৬২১; সহীহুত তারগীব হা/২৮৭৩, সনদ সহীহ]

(২)আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেন, একবার আমি মানত করলাম যে, যদি কারো গীবত করি তাহ’লে একদিন করে সিয়াম রাখবো। এভাবে আমি গীবত থেকে বাঁচার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমি গীবত করি আবার সিয়ামও রাখি। ফলে আমি নিয়ত করলাম, একবার গীবত করলে এক দিরহাম করে সাদাক্বাহ করবো। এবার আমি দিরহামের ভালোবাসায় গীবত পরিত্যাগ করতে সক্ষম হলাম' [যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৯/২২৮; ইয়াসীর হামাদানী, হায়াতুত তাবেঈন, পৃ. ৯৬৪]

(৩)ত্বাউক্ব ইবনে ওয়াহ্হাব বলেন, একবার আমি অসুস্থ অবস্থায় মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, তুমি কি অসুস্থ? বললাম, হ্যাঁ! আমি তার কাছে নিজের রোগের ব্যাপারে আরয করলাম। তিনি আমাকে বললেন, অমুক

ডাক্তারের কাছে যাও এবং তার কাছে পরামর্শ নেও। একটু পরে আরেকজন ডাক্তারের কথা উল্লেখ করে বললেন, তুমি বরং অমুকের কাছে যাও। সে আগের জনের চেয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার। কথাটা শেষ হ'তেই বললেন, 'আস্তাগফিরুল্লাহ! আমি হয়ত প্রথম ডাক্তারের গীবত করে ফেললাম'।[বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, ৫/৩১৪; ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/১৪৩]

◑ উল্লেখ্য যে, কাউকে সতর্ক করার জন্য কারো দোষ বর্ণনা করা জায়েয এবং ক্ষেত্র বিশেষে ওয়াজিব।কারণ কেউ যদি কোন অনভিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়, তবে তাকে অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু ইবনু সীরীন (রহঃ)-এর ঘটনার ক্ষেত্র হয়ত ভিন্ন রকম ছিলো। হয়ত উভয়ই ভালো ও সমমানের ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু প্রথম জনকে অনুত্তম বলে ফেলার কারণে এটাতেও তিনি গীবত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেছেন। মূলত ইবনু সীরীন এত শক্তভাবে গীবত পরিহার করার চেষ্টা করতেন যে, অনেক ক্ষেত্রে বৈধ গীবতকেও পরিহার করতেন। অন্যত্র, তিনি বলেন, 'গীবতের একটি প্রকার আছে, অথচ অধিকাংশ মানুষ সেটাকে গীবতই মনে করে না। সেই গীবতটা হলো, অমুকের চেয়ে অমুক বেশী জ্ঞানী বলা। কেননা এই কথার দ্বারা যাকে কম জ্ঞানী মনে করা হয় তাকে হেয় করা হয়। আর এটা তো সবার জানা কথা যে, গীবত হলো কারো পিছনে এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে' [আব্দুল ওয়াহ্হাব আশ-শা'রানী, তাম্বীহুল মুগতার্রিন, পৃ. ২০৩]

(৪)মাইমূন ইবনে সিয়াহ (রহঃ) গীবতের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন। তিনি নিজে কারো গীবত করতেন না এবং তার সামনে কাউকে গীবত করতেও দিতেন না। কাউকে গীবত করতে দেখলে তাকে ধমক দিতেন এবং নিষেধ করতেন। অন্যথা, সেখান থেকে উঠে চলে যেতেন।[আবূ নু'আইম আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৩/১০৭; ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/১৩৭]

(৫)ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, 'যেদিন আমি জেনেছি, গীবতের মাধ্যমে গীবতকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারপর থেকে কোন দিন আমি কারো গীবত করিনি'। [বুখারী, তারীখুল কুবরা ৫/৫৮৮; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৩৯-৪১]

বকর ইবনে মুনীর (রহঃ) বলেন, আমি আবূ আব্দুল্লাহ বুখারীকে বলতে শুনেছি, 'আমি আশা করি, আমি আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় হাযির হবো যে, কারো গীবত করার

ব্যাপারে আমি হিসাবের সম্মুখীন হবো না’। [তাহযীবুল কামাল ২৪/৪৪৬; শাযারাতুয যাহাব ৩/২৫৪]

ইমাম বুখারীর এই কথা প্রসঙ্গে হাফেয যাহাবী বলেন, ‘তিনি সত্যই বলেছেন। কারণ, জারাহ ও তা‘দীলের ক্ষেত্রে কেউ যদি তাঁর শব্দ চয়ন ও বাক্য বিন্যাসের দিকে গভীর দৃষ্টি দেয়, তাহ’লে তিনি খুব সহজেই ইমাম বুখারীর তাক্বওয়াপূর্ণ সামালোচনা-রীতি অনুধাবন করতে পারবেন। সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে পারবেন যে, তিনি যাদের যঈফ বা দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য ন্যায়-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। একারণে অধিকাংশ সময় সমালোচনার ক্ষেত্রে বলেছেন, ‘মুনকিরুল হাদীস, সাকাতু আনহু, ফীহি নাযরুন’ ইত্যাদি। খুব কম ক্ষেত্রেই তিনি কাউকে কায্যাব (মহা মিথ্যুক) অথবা, হাদীস রচনাকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, আমি যখন কারও ক্ষেত্রে বলি, তার হাদীস বর্ণনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তখনই মূলত সে সবার কাছে অভিযুক্ত হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, তার পূর্বোক্ত বক্তব্য, আমি আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় হাযির হবো যে, কারো গীবত করার ব্যাপারে আমি হিসাবের সম্মুখীন হবো না, কথাটার সারমর্ম এটাই’। [সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ১২/৪৩৯-৪৪১]

(৬)প্রখ্যাত তাবেঈ রাবী‘ ইবনু খুসাইম (রহঃ) গীবতের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতেন। জনৈক সালাফ বলেছেন, আমি বিশ বছর যাবৎ রাবী‘ ইবনে খুছাইমের সাথে চলেছি। কিন্তু, কাউকে নিন্দা করে একটা শব্দও তাকে বলতে শুনিনি। [সিয়ারু আ‘লামিন নুবাল ৪/২৫৯]

(৭)ওয়াহিব ইবনুল ওয়ার্দ (রহঃ) বলেন,

والله لَترك الغِيبة عندي أحب إليَّ من التَّصدُّق بجبل من ذهبٍ، ‘

“আল্লাহর কসম! গীবত পরিত্যাগ করা আমার কাছে এক পাহাড় স্বর্ণ আল্লাহর পথে সাদাক্বাহ করার চেয়েও প্রিয়তর’।[মুহাম্মাদ ইসমাঈল মুক্বাদ্দাম, আল-ই‘লাম, পৃ. ৭০; আত-তাওবীখ ওয়াত-তানবীহ, ক্রমিক: ১৬৯]

(৮)আব্দুল কারীম ইবনে মালেক (রহঃ) বলেন, ‘আমরা সালাফে সালেহীনকে এমন পেয়েছি যে, তারা শুধু সালাত ও সিয়ামকে ইবাদত মনে করতেন না; বরং মানুষের সম্মান রক্ষার জন্য গীবত পরিহার করাকেও ইবাদত গণ্য করতেন’।[হিলয়াতুল আওলিয়া, পৃ. ৩/১৫২]

(৯)এক ব্যক্তি হাসান বসরী (রহঃ)-এর কাছে এসে বললেন, 'আপনি আমার গীবত করেছেন'। তখন হাসান বসরী বললেন, 'তোমার মর্যাদা আমার কাছে এত বেশী না যে, আমি গীবত করে নিজের নেকীগুলো তোমাকে দিয়ে দেব'।[নববী, আল-আযকার, পৃ. ৩৪০]

(১০)সুফিয়ান ইবনুল হুসাইন বলেন, একদিন আমি ইয়াস ইবনে মু'আবিয়া (রহঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। এক লোক আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। আমি সেই লোকের ব্যাপারে কিছু কথা বললাম। তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'চুপ থাকো! তুমি কি রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছো? বললাম, না। তিনি বললেন, তবে কি তুমি বাইজেন্টাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছো? বললাম, না। তখন তিনি বললেন, তোমার থেকে রোমান ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য নিরাপত্তা লাভ করেছে, কিন্তু, তোমার মুসলিম ভাই তোমার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হ'তে পারেনি'। এরপর থেকে আমি কখনো কারো ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে সমালোচনা করিনি।[সামারকান্দি, তাম্বীহুল গাফিলীন, পৃ.১৬৫]

(১১)ইমাম মালেক (রহঃ) মদীনাবাসীর প্রশংসা করে বলেন, আমি এই শহরে এমন কিছু মানুষের সাক্ষাত পেয়েছি, যাদের কোন ভুল-ত্রুটি ছিল না। কিছু মানুষ তাদের ভুল খুঁজে বের করার চেষ্ট করে নিজেরাই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। আর আমি মদীনাতে এমন কিছু মানুষেরও সন্ধান পেয়েছি, যাদের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিলো। কিন্তু তারা অপর মানুষের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে নীরবতা অবলম্বন করত। ফলে তাদের দোষ-ত্রুটি আল্লাহ গোপন রেখেছেন এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিস্মৃত করে দিয়েছেন'। [আব্দুর রহমান সাখাবী, আল-জাওয়াহিরু ওয়াদ্দুরার, ৩/১০৬৭; ওমর মুক্কবিল, মাওয়াইযুছ সাহাবাহ, পৃ. ১০৩]

উপসংহার-

পরিশেষে বলা যায়, তলায় ছিদ্র বিশিষ্ট বালতিতে যতই পানি ঢালা হোক না কেন, সেই বালতি কখনো পূর্ণ হবে না। বালতি পূর্ণ করতে হ'লে তার ছিদ্রটা বন্ধ করতে হবে। অনুরূপভাবে গীবতের মাধ্যমে আমলনামার পাত্রটা ছিদ্র করে ফেললে আমলের নেকী তাতে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়; ফলে গীবতকারী ক্বিয়ামতের দিন নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।

সুতরাং, আমরা জিহবার হেফাযত করি। গীবত থেকে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। কথাবার্তা, আলাপচারিতা এবং গল্পের আড্ডায় কারো গীবত হয়ে যায় কি-না সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কারো নামে লেখালেখি ও বক্তব্য দেওয়ার আগেও চিন্তা করে দেখতে হবে যে, এই লেখা, শেয়ার, পোস্ট, কমেন্টের মাধ্যমে কারো মর্যাদাহানি হচ্ছে কি-না বা কারো গোপন বিষয় প্রকাশ পাচ্ছে কি-না?

মহান আল্লাহ আমাদের সার্বিক জীবনকে গীবত থেকে নিরাপদ রাখুন। সকল প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন। পার্থিব জীবনের সফরে কেবল তাঁর ইবাদতে ব্যস্ত থাকার সৌভাগ্য দান করুন। আমৃত্যু সিরাতে মুস্তাক্বীমে অটল থেকে পরিশুদ্ধ ঈমান নিয়ে কবরে যাওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

✪গ্রন্থপঞ্জি✪

➤গীবত- ইমাম গাযালী (রহঃ)

➤মাসিক আত-তাহরীক (আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ - এম.এ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

➤দৈনিক ইনকিলাব

➤কালের কণ্ঠ

➤Wikipedia

➤Ourislam24

➤NOOR A2Z

➤Hadithbd

সমাপ্ত